





















সান্নবাদ লঘু-  
**প্রশ্নসার সংগ্রহঃ ।**

অদৃষ্ট বিচার-বুহজ্জ্যোতিষ-সংগ্রহ-সান্নবাদ তাজক প্রশ্নগণনা-  
জ্যোতিষ-শিক্ষা-নারীজাতক-বিবাহ রহস্য-স্বপ্নফলবিজ্ঞান-  
জ্যোতিষ রহস্য-বরাহমিহিব খনা বচন-সামুদ্রিক-  
রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থকাবেণ

বিদ্যাহুষণোপাধিক—  
**শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতিভূষণেন**  
( F. T. S. )

সঙ্কলিতোহনুদিতঃ প্রকাশিতঃ ।

প্রথম সংস্করণম্ ।

৩৭০, অপার চিংপুৰ বোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা-  
জ্যোতিষ-গণনা কার্য্যালয়তঃ ।

বঙ্গাব্দঃ ১৩৩০ ।

( সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত )

মূল্য ॥০ আট আনা ।



প্রাপ্তিস্থান :—

অন্ ইণ্ডিয়া এণ্ট্রোলজিকেন্ এণ্ড এণ্ট্রোনমিকেন্ সোসাইটী,  
সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। জ্যোতির্ভূষণ, এফ, টি, এস,  
৩৭০, অপার চিংপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা ।

প্রিন্টার—শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা ।

বাঁশরী প্রেস,

২৪৩, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ।



## ভূমিকা ।

জীবিতকাল মধ্যে অভিলষিত বিষয়ের শুভাশুভ জানিবার আগ্রহ নাই এমন নিশ্চলমতি মানব জগতে অত্যন্ত বিরল, সুতরাং এই জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্ত প্রাচীন জ্যোতির্বিদ ঋষিগণ যে সকল কৌশল উদ্ভাবন করিয়া তদীয় ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই সামুদায়িক লঘু-প্রশ্নসারসংগ্রহরূপে সংকলিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করা হইল । ইহাতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার নিয়ম ও সময়াদি-ক্রম লিখিত হইয়াছে এবং কার্যে শুভাশুভ, সম্ভান, ধন, যশ, দীর্ঘজীবন, মৃত্যুযোগ, বর্ষফল, মোকদ্দমায় জয় পরাজয়, নষ্টপ্রব্যের লাভালাভ, দূরস্থ ব্যক্তির শুভাশুভ, কার্যকাল নির্ণয় প্রভৃতি যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দানের কৌশল ও উপায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । স্থূলতঃ এই একখানি মাত্র পুস্তকের সাহায্যে জাগতিক বহুবিধ ব্যাপারের যথাযথ সত্যনির্ণয় সহজে কবা যাইতে পারিবে ।

শ্রীবসন্তকুমার দেবশর্মা জ্যোতির্ভূষণস্ত ।

---







## সূচীপত্রম্

বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ	শ্লোকাঙ্কঃ
মঙ্গলাচরণম্ ...	১ ...	১
প্রশ্নকথনশ্রুনিয়মঃ ...	১ ...	২
কস্ত প্রশ্নো বিচার্যঃ ? ...	১ ...	৬
প্রশ্নবিচার-নিয়মঃ ...	২ ...	৪
দৃষ্টিবশাৎ চিন্তা-বিষয়-নিরূপণম্ ...	২—৩ ...	৫—৯
প্রকারান্তরে জীবধাতু-মূলজ্ঞানম্ ...	৩ ...	১০—১১
প্রশ্নলব্ধ জীবধাতুমূলানাং বর্ণকথনম্ ...	৪ ...	১২—১৩
অথ কার্যান্ত শুভাশুভম্ ...	৫ ...	১৪—১৬
তাৎকালিক গ্রহ-সাধনম্ ...	৫ ...	১৪
কার্যান্ত সময়জ্ঞানম্ ...	৬ ...	১৭—১৮
অথ তাৎকালিক গ্রহাদ্ ধাত্বাদি লক্ষণম্ ...	৭ ...	১৯—২০
অথ গ্রহাণাং বর্ণকথনম্ ...	৭ ...	২১—২২
ধাতুজ্ঞানম্ ...	৮ ...	২৩—২৪
অথ মূল-পত্রপুঞ্জাদি নিরূপণম্ ...	৮ ...	২৫—২৬
অথ দ্বিপদাদি জ্ঞানম্ ...	৯ ...	২৭
অথ দ্বিগুজ্ঞানম্ ...	৯ ...	২৮
অথাক্ষর বর্ণোপরি চিন্তাজ্ঞানম্ ...	৯ ...	২৯—৩৫
অগ্নিন্ বর্ষে স্ত্রধক্রেণাদিকং কিং ভবিষ্যতি- ইতি প্রশ্নে বর্ষকলজ্ঞানম্ ...	১০—১১ ...	৩০—৩৭



ବିଷୟା:	ପଞ୍ଚାଙ୍କା:	ଶ୍ଳୋକାଙ୍କା:
ଅଥ ରାଜରୂପା ଚିନ୍ତା ...	... ୧୨ ...	୭୮—୭୯
ଅଥ ସ୍ୱରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ଲକ୍ଷଣମ୍ ...	... ୧୩ ...	୮୦
ଅଥ ରୋଗିଣାଂ ରୋଗାଦି ବିଷୟକଃ ପ୍ରଶ୍ନଃ ...	... ୧୩—୧୪ ...	୮୧—୮୨
ଦ୍ରବ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଃ ...	... ୧୫ ...	୮୩
ଅମୃକସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର୍ଭବତି ନ ବା ? ...	... ୧୫ ...	୮୪—୮୫
ସନ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତିଃ ...	... ୧୬ ...	୮୬—୮୭
ସନ୍ତାନ-ଗଣନା ...	... ୧୭ ...	୮୮—୮୯
ଅନ୍ତ୍ରାଃ ଗର୍ଭୋହିନ୍ତି ବା ନ ବା ? ...	... ୧୮ ...	୯୦
ଅନ୍ତ୍ରପ୍ରକାରେଣ ଗର୍ଭଜ୍ଞାନମ୍ ...	... ୧୮ ..	୯୧
ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ରକନ୍ତୋଽପତ୍ତି-ପ୍ରଶ୍ନଗଣନା ...	... ୧୯ ...	୯୨
ମତାନ୍ତରେ ସନ୍ତାନ-ଗଣନା ...	... ୨୦ ...	୯୩—୯୪
ନମାନ୍ତସ୍ତ ପୁତ୍ରୋ ବା ? ପ୍ରଶ୍ନେ ...	... ୨୧ ...	୯୫—୯୬
ସୁଦ୍ଧେ ଦୁର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଃ ...	... ୨୨ ...	୯୭
ପରଚକ୍ର ଗମନ ଚିନ୍ତା ...	... ୨୩ ...	୯୮—୯୯
ଅମୃକ ଦେଶେ ଶତ୍ରୁରାଗମିଷ୍ଠାତି ବା ନ ? ...	... ୨୪ ...	୧୦୦—୧୦୧
ହୟୋର୍ବୁଦ୍ଧେ କସ୍ତ ଜୟଃ ? ...	... ୨୫ ...	୧୦୨
ଗମନ ପ୍ରଶ୍ନଃ ...	... ୨୬ ...	୧୦୩—୧୦୪
ଦୂତଚଳିତୋ ବା ନ ? ...	... ୨୬ ...	୧୦୫—୧୦୬
ଅଥ ଦୂତ କ୍ରିୟାଭ୍ୟୁତ୍ସାର୍ଗଂ ବର୍ତ୍ତତେ ବା ନ ? ...	... ୨୭—୨୮ ...	୧୦୭—୧୦୮
ଦୂରସ୍ଥାଗମନ-ଚିନ୍ତା ...	... ୨୯ ...	୧୦୯—୧୧୦
ଦ୍ରବ୍ୟଚିନ୍ତା ...	... ୩୦ ...	୧୧୧
ନୈପ୍ରାପ୍ତି ଚିନ୍ତା ...	... ୩୧ ...	୧୧୨
ନୈପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥିତିହୀନଜ୍ଞାନମ୍ ...	... ୩୧ ...	୧୧୩—୧୧୪



ବିଷୟା:	ପତ୍ରାକା:	ଶ୍ଳୋକାକା:
ଦ୍ରବ୍ୟାହିତ ଦିଗ୍‌ଜ୍ଞାନମ୍ ...	... ୩୨—୩୩ ...	୧୧—୧୨
ମିଥ୍ୟାସତ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଜ୍ଞାନମ୍ ...	... ୩୪ ...	୮୦—୮୧
ମୈତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ...	... ୩୫ ...	୮୨
ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁଜ୍ଞାନମ୍ ...	... ୩୬ ...	୮୩—୮୪
ସ୍ଵାସ୍ତି-ପ୍ରଶ୍ନ: ...	... ୩୭ ...	୮୫
ମିଳନଂ ଭାବି ନ ବା ...	... ୩୮ ...	୮୬—୮୭
କୁତ୍ର କେନ ପ୍ରକାରେଣ ଦର୍ଶନମ୍ ...	... ୩୯—୪୦ ...	୮୮—୮୯
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ କାଳନିର୍ଣ୍ଣୟ: ...	... ୪୧ ...	୯୦—୯୧
ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କାଳନିର୍ଣ୍ଣୟ: ...	... ୪୨ ...	୯୨—୯୩
ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେଣ କଥନମ୍ ...	... ୪୩—୪୪ ...	( ୧ )
ଅବର୍ଗାଦି ଚକ୍ରମ୍ ...	... ୪୪ ...	...
ପ୍ରଶ୍ନଫଳାନ୍ତ ସମୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ...	... ୪୫—୪୬ ...	୧୦୦—୧୦୧
ଦିନବୋଧକ ସଂଖ୍ୟାନୟନମ୍ ...	... ୪୬ ...	( ୨ )
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତସିଦ୍ଧି ବିଷୟେ ଫଳାନି ...	... ୪୭ ...	୧୦୨
ସିଦ୍ଧାନ୍ତସିଦ୍ଧି କାରଣମ୍ ...	... ୪୮ ...	( ୩ )
ଶିଷ୍ଟ ନିରୂପଣମ୍ ...	... ୪୯ ...	୧୦୩—୧୦୪

ହଟ୍ଟିପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ।

—







সান্নিহাদ লঘু

## প্রশ্নসার সংগ্রহঃ ।

নহা ত্র্যম্বরং নিত্যং ত্রীসূর্য্যং সর্বদীপকম্ ।

দৈবজ্ঞানাং হিতার্থায় ত্রিনয়তে প্রশ্নসংগ্রহঃ ॥ ১

সদা প্রশ্নো ন কর্তব্যঃ কুটিলানাং তথা নিশি ।

নাগরাহে নাবিশ্বাসে ছুরিতং ন বদেৎ কদা ॥ ২

কলপুষ্পযুতো যো হি দৈবজ্ঞঃ পরিপৃচ্ছতি ।

তশ্চৈব কথয়েৎ প্রশ্নং সত্যো ভবতি নান্থথা ॥ ৩

---

জগতের আদিভূত পরব্রহ্মরূপী সর্বদীপক ত্রীসূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া জ্যোতির্বিদগণের হিতসাধন কামনায় লঘু প্রশ্নসার সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অভিলাষী হইলাম । ১

সকল সময় প্রশ্ন করা কর্তব্য নহে, বিশেষতঃ কুটিল ব্যক্তির প্রশ্নগণনা করা অথবা অপরাহ্নে বা রাত্রিকালে প্রশ্নগণনা করা উচিত নহে । যে ব্যক্তির প্রশ্ন বিষয়ে তাৎপর্য বিদ্যমান নাই, তাহার প্রশ্নগণনা করিয়া যদি অন্ততঃ কল দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ করিবে না । ২

যে জন কল বা পুষ্প হস্তে লইয়া দৈবজ্ঞের নিকট প্রশ্ন করিবেন, তাহার প্রশ্নই গণনা করিয়া বলিলে সত্যকল পাওয়া যাইবে । এতদ্বিধ গণনা সত্য হইবে না । ৩



আদৌ চিন্তাপরিজ্ঞানং কৃৎয়া প্রশ্নং বিচারয়েৎ । ৪

ব্যোমদূর্ঘ্টৌ ভবেচ্ছীবৌ মূলং ভূম্যবলোকনে ।

সমাবলোকনে ধাতোচ্চিন্তায়া লক্ষণং শ্রুতম্ ॥ ৫

শিরঃস্পর্শে জীবচিন্তা পাদস্পর্শে তু মূলকম্ ।

নাভিস্পর্শে ধাতুচিন্তা বিভ্জেয়া সর্বদা বুধৈঃ ॥ ৬

স্পর্শে বক্তৃশ্চ ভালশ্চ জীবচিন্তা শুভপ্রদা ।

হৃদয়রকটিস্পর্শে ধাতুচিন্তা চ মধ্যমা ॥ ৭

প্রথমতঃ প্রশ্নকর্তার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া পরে প্রশ্নবিচার করিবে । ৪

প্রশ্নকর্তার তাৎকালিক অবস্থা দর্শন করিয়া চিন্তার লক্ষণ অনুসারে দেখিবে যদি প্রশ্নকর্তার দৃষ্টি আকাশে থাকে, তাহা হইলে জীববিষয়ক চিন্তা বিবেচনা করিবে । প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করিবার সময় ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মূল চিন্তা বলিয়া জানিবে । প্রশ্ন কালে সমদৃষ্টি হইলে ধাতু বিষয়ক চিন্তা নিরূপিত হইবে । ৫

প্রশ্নকর্তা মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে জীবচিন্তা, পাদস্পর্শ করিলে মূলচিন্তা এবং নাভিদেশ স্পর্শ করিলে ধাতুচিন্তা বিবেচনা করিয়া লইবে । ৬

যদি কেহ প্রশ্নকালে তাহার নিজের মুখ বা ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করে, তাহা হইলে তাহার জীব সম্বন্ধে চিন্তা স্থির করিবে এবং উক্তরূপ জীব চিন্তায় তাহার শুভ ফল হইবে বলিয়া জানিবে । হৃদয়, উদর বা কটিদেশ স্পর্শ করিয়া যদি প্রশ্ন করে, তবে ধাতু চিন্তা স্থির করিবে এবং উহাতে মধ্যবিধ ফল জানিবে । ৭

যদি প্রশ্নকর্তা প্রশ্নকালে শুভ্রদেশ উরুদেশ বা পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার মূলচিন্তা বিষয়ক প্রশ্ন বলিয়া স্থির হইবে । এবং তাহাতে



গুহোরূপৃষ্ঠভাগে চ প্রথমঃ মূলচিস্তনম্ ।

জানুজজ্বাপদে জীবধাতুমূলঃ নিরূপিতম্ ॥ ৮

পূর্বস্থানঃ ধাতুচিস্তা স্তাৎ জীবঃ দক্ষিণতন্তথা ।

উত্তরস্থানঃ পশ্চিমায়াং মূলচিস্তাং বদেদ্বধুঃ ॥ ৯

অথ প্রকারান্তরে জীবধাতুমূলজ্ঞানম্ ।

প্রদ্বাক্ষরং দ্বিগুণিতং হ্যেকেন চ সমন্বিতম্ ।

বহিভিস্ত হরেন্তাগঃ শেষে চিস্তাং বিনিদ্ধিশেৎ ॥ ১০

বিষমাক্ষে জীবচিস্তা সমে ধাতুঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

শূন্যে মূলং বিজানীয়াৎ চিস্তায়া লক্ষণং স্মৃতম্ ॥ ১১

অন্তত ফল দৃষ্ট হইবে । জানু স্পর্শে জীবচিস্তা, জজ্বা স্পর্শে ধাতুচিস্তা এবং পাদস্পর্শে মূলচিস্তা করিতেছে বলিয়া জানিবে । ৮

যদি প্রদ্বকর্ভা পূর্বদিকে থাকিয়া প্রদ্ব করে, তাহা হইলে ধাতুচিস্তা, যদি দক্ষিণ দিকে প্রদ্ব করে, তাহা হইলে জীবচিস্তা এবং যদি উত্তর দিকে বসিয়া প্রদ্ব জিজ্ঞাসিত হয়, তাহা হইলে মূলচিস্তা স্থির করিয়া লইবে এবং সেই হিসাবে স্থানের গুণ অনুসারে ফল বিচার করিবে । ৯

প্রথমে কথিত প্রদ্ব কত অক্ষর জানিয়া লইবে । পরে সেই অক্ষর-গুলিকে দ্বিগুণ করিয়া তাহাতে এক যোগ দিবে এবং উহাকে তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া অবশিষ্ট বাহা থাকিবে, তাহা দ্বারা ফল স্থির করিবে । ১০

যদি এক অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে জীবচিস্তা, যদি দুই অবশিষ্ট থাকে তবে ধাতু বিষয়ক চিস্তা এবং শূন্য অবশিষ্ট থাকিলে মূল চিস্তা নিরূপণ করিয়া লইবে । ১১



অথ প্রাক্কলন-জীবদাতুমূলানাং বর্ণকথনম্ ।

তিথিঃ প্রহরসংযুক্তা তারকাবারিমিশ্রিতা ।

নবভিষ্ম হরেষ্টাগং শেষাক্ষে স্পর্শমাদিশেৎ ॥ ১২

তাত্রঃ ১, মুক্তাসদৃশঃ ২, শ্বেতমিশ্রিতরক্তঃ ৩, দূর্ব্বাসদৃশশ্যামঃ  
৪, সুবর্ণবর্ণঃ ৫ মুক্তাসদৃশঃ শুভ্রঃ ৬, শ্যামবর্ণঃ ৭, আরক্তনীলশ্বেতঃ  
৮, নীলরক্তবর্ণঃ ৯ ইত্যাদিকং জ্ঞাত্বা বিদ্বান্ বদেদ্বর্ণম্ । ১৩

উদাহরণ ।

একজন প্রশ্ন করিল “আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে কি ?” তখন দেখিতে  
হইবে কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন হইয়াছে বা প্রশ্নে কত অক্ষর আছে । প্রশ্নাকর  
গণনা করিয়া দেখা গেল প্রশ্নে ১১টি অক্ষর রহিয়াছে,  $১১ \times ২ = ২২$  হইল  
এবং ১ যোগ দিলে  $১১ \times ২ + ১ = ২৩$  হইল । পরে উক্ত ২৩ কে ৩ দিয়া  
ভাগ করিলে  $২৩ \div ৩ = ৭$  ভাগফল এবং ২ অবশিষ্ট থাকে । তাহা হইলে  
বুঝা গেল প্রশ্নকর্ত্তার দাতু বিষয়ক প্রশ্ন ১০—১১

প্রশ্ন করিবার সময় কোন্ তিথি \* ছিল এবং কত প্রহর বেলা, কোন্  
নক্ষত্র, কি বার ইহা ঠিক করিয়া তাহাদের সংখ্যা লইবে, পরে সমুদয় অঙ্ক  
একত্র যোগ করিয়া তাহাকে ৯ দ্বারা ভাগ করিবে । যে অঙ্ক অবশিষ্ট  
থাকিবে তাহা দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিয়া লইবে । এক থাকিলে তাম্রবর্ণ,  
দুই থাকিলে মুক্তার স্তায় উজ্জল শ্বেতবর্ণ, তিন থাকিলে শ্বেতমিশ্রিত  
রক্তবর্ণ ( পাটলবর্ণ ), চারি থাকিলে দূর্ব্বাপত্রের স্তায় শ্যামবর্ণ, পাঁচ থাকিলে

\* যে স্থলে তিথির উল্লেখ আছে, সেই স্থলে তিথির সংখ্যা গ্রহণ কালে  
কৃত পক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ১ হইতে ১৫ অঙ্ক ধরিবে এবং  
কৃত পক্ষের তিথি হইলে প্রতিপদ হইতে আমাবস্তা পর্য্যন্ত ১৬ হইতে ৩০  
অঙ্ক গণনা করিয়া সংখ্যা স্থির করিবে । যেমন শুক্লা দ্বাদশী হইলে ১২  
হইল আর কৃষ্ণা দ্বাদশী হইলে ২৭ হইল । ইত্যাদি—



অথ কার্যান্ত শুভাশুভম্ ।

প্রশ্নাকরঃ ষড়্গুণিতমর্কাভিষ্টি বিমিশ্রিতম্ ।

নবভিস্ত হরেষ্টাগং শেবস্তাৎকালিকো গ্রহঃ ॥ ১৪

গ্রহৈঃ পরিবদেৎ সম্যক্ কার্য্যাকাৰ্য্যাদি লক্ষণম্ ।

আদিত্যে নৈবসিদ্ধিঃ স্তাৎ সোমে সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৫

ভোমে তু মরণং প্রোক্তং গুরুশুক্লবুধাঃ শুভাঃ ।

শনৈশ্চরে নাস্তি সিদ্ধী রাহকেতু ন সিদ্ধিদৌ ॥ ১৬

সুবর্ণবর্ণ, ছয় থাকিলে যুক্তাসদৃশ শুভ্রবর্ণ, সাত থাকিলে শ্রামবর্ণ, আট থাকিলে ব্রহ্মবর্ণ রক্তবর্ণ মিশ্রিত নীলশ্বেতবর্ণ, নুত থাকিলে নীলরক্তবর্ণ ই প্রাপ্তলব্ধ জীবাদির বর্ণ বলিয়া জানিবে । ১২—১৩

উদাহরণ ।

মনে করুন উক্ত প্রশ্ন ১৮ই বৈশাখ বুধবার দুই প্রহরের সময় শুক্র একাদশী তিথি ও শতভিষা নক্ষত্রে করা হইয়াছে । তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে তিথির সংখ্যা ১১, ( সর্বত্রই তিথির সংখ্যা শুক্র কৃষ্ণ হিসাবে ১ ও ১৬ হইতে গ্রহণ করিবে ) বারের সংখ্যা ৪ এবং নক্ষত্রের সংখ্যা ২৪ এবং প্রহরের সংখ্যা ২, সমুদায় অঙ্ক যোগ করিলে  $১১ + ৪ + ২৪ + ২ = ৪১$  হইল, ৪১কে ২ দিয়া ভাগ দিলে  $৪১ \div ২ = ২০$  ভাগফল এবং অবশিষ্ট ১ রহিল, তাহা হইলে বুঝা গেল যুক্তার স্তায় শুভ্রবর্ণ ই প্রাপ্তলব্ধ খাতুর বর্ণ নির্দিষ্ট হইল । ১২—১৩

প্রশ্নাকরকে ছয় দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে আট যোগ দিবে এবং নয় দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফল পরিত্যাগপূর্বক অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা তাৎক্ষণিক গ্রহ নির্ণয় করিয়া ফল বলিবে । এক থাকিলে সূর্য্য, দুই থাকিলে সোম,



## অথ কার্যান্ত সময়জ্ঞানম্ ।

আদিত্যে মাসেনৈকেন সোমে বিংশতিতৈর্দিনৈঃ ।

ভৌমে ঋতুদয়েনৈব বুধে সপ্তদিনৈঃ কলম্ ॥ ১৭

একবিংশ দিনৈর্জীবে ভূর্গো বিংশতি বাসরে ।

শতৈশ্চরে চৈকবর্ষে রাহুকেছোরপি স্মৃতম্ ॥ ১৮

তিন থাকিলে মঙ্গল, চারি থাকিলে বুধ, পাঁচ থাকিলে বৃহস্পতি, ছয় থাকিলে শুক্র, সাত থাকিলে শনি, আট থাকিলে রাহু, নয় বা শূন্য থাকিলে কেতু । তাৎকালিক গ্রহ সূর্য্য হইলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, সোম হইলে কার্য্য সিদ্ধ হয় । যদি তখনকার গ্রহ মঙ্গল হয়, তাহা হইলে মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য ফল হইবে, বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র যদি তাৎকালিক গ্রহ হন, তাহা হইলে শুভফল জানিবে । শনি, রাহু বা কেতু হইলে কখনও কার্য্য সিদ্ধি হইবে না । ১৪—১৬

## উদাহরণ ।

মনে করুন পূর্ব্বোক্ত ( আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে কি ? ) প্রশ্নাক্ষরে ছিল ১১, ইহাকে ৬ গুণ করিলে  $১১ \times ৬ = ৬৬$  হইল এবং তাহাতে ৮ যোগ দিলে  $৬৬ + ৮ = ৭৪$  হইল । ইহাকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে  $৭৪ \div ৯ = ৮$  ভাগফল, অবশিষ্ট ২ রহিল । তবেই বুঝা গেল প্রশ্নকালে চন্দ্রই তাৎকালিক গ্রহ । স্মরণঃ কার্য্য সিদ্ধ হইবে বুঝিতে হইবে । ১৪—১৬

সূর্য্য তৎকালিক গ্রহ হইলে এক মাসে ফল পাওয়া যাইবে । এইরূপে সোম হইলে বিংশতি দিনে, মঙ্গল হইলে চারি মাসে, বুধ হইলে সাত দিনে, বৃহস্পতি হইলে একবিংশতি দিনে, শুক্র হইলে বিংশতি দিনে, শনি, রাহু বা কেতু হইলে এক বৎসরে ফল দৃষ্ট হইবে । ১৭—১৮



অথ পূর্বোক্ত তাৎকালিকগ্রহাদ্ ধাতুদিলক্ষণম্ ।

গ্রহোপরি বদেৎ সম্যগ্ধাতুমূলাদিলক্ষণম্ ।

চন্দ্রে শুক্রে তথা জীবে জীবচিস্তাং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ১৯

ভোমে বুধে তথা কেতৌ ধাতুচিস্তাং বদেদ্বুধঃ ।

রবৌ মন্দে চ রাহৌ চ মূলচিস্তা বিনির্দ্দেশত ॥ ২০

অথ গ্রহাণাং বর্ণকথনম্ ।

রক্তশ্যামো ভবেৎ সূর্য্যঃ শশী গোরঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

রক্তগোরঃ কুজো জ্যেয়ো দুর্ব্বাশ্যামো বুধঃ স্মৃতঃ ॥ ২১

গৌরবর্ণো গুরুজ্যেয়ঃ শুক্রবর্ণো ভৃগুঃ স্মৃতঃ ।

কৃষ্ণঃ শনৈশ্চরো জ্যেয়ো বিয়দ্বর্ণো বিধুস্তুদঃ ॥ ২২

পূর্বোক্ত তাৎকালিক গ্রহ দ্বারা ধাতুমূলাদি নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। চন্দ্র, শুক্র বা বৃহস্পতি তাৎকালিক গ্রহ হইলে জীবচিস্তা স্থির করিবে। মঙ্গল, বুধ বা কেতু তাৎকালিক গ্রহ হইলে ধাতুচিস্তা নিরূপিত হইবে। সূর্য্য, রাহু বা কেতু তখনকার গ্রহ হইলে মূলচিস্তা বিষয়ক প্রশ্ন স্থির করিয়া লইবে। ১৯—২০

সূর্য্য তাৎকালিক গ্রহ হইলে তাহার আকৃতি রক্তশ্যাম বর্ণ বলিয়া জানিবে, এইরূপ সোম হইলে গৌরবর্ণ, মঙ্গল হইলে রক্তগৌরবর্ণ, বুধ হইলে দুর্ব্বাদলসদৃশ শ্যামবর্ণ, বৃহস্পতি হইলে গৌরবর্ণ, শুক্র হইলে শুক্রবর্ণ, শনি হইলে কৃষ্ণবর্ণ, রাহু ও কেতু হইলে আকাশের জ্বর অর্থাৎ শুক্ল নীল বর্ণ বলিয়া জানিবে। ২১—২২



অথ ধাতুজ্ঞানম্ ।

শুদ্ধে চন্দ্রেহথ রৌপ্যঞ্চ বুধে স্বর্ণমুদাহতম্ ।

শুরো রত্নযুক্তং হেম সূর্য্যে মৌক্তিকমুচ্যতে ॥ ২৩

ভেমে তাত্রাং শনৌ লৌহো রাহাবপ্যায়সঃ স্মৃতঃ ।

কেতো কপূরধাতুঃ স্তাদয়ঞ্চ ধাতুনির্গয়ঃ ॥ ২৪

অথ মূলপত্রপুষ্পাদিনিরূপণম্ ।

তাৎকালিক-গ্রহৈরেবং মূলাদিকং বিচিস্তয়েৎ ।

চন্দ্রে শুক্রে গুল্মবল্লী লতাকন্দো বুধস্ত চ ॥ ২৫

পত্রং শুরো ফলং সূর্য্যে মূলঞ্চ রবিজে কুজে ।

রাহৌ মূলং বিজানীয়াৎ কেতো পুষ্পং বিনির্দ্দেশেৎ ২৬ ॥

তাৎকালিক গ্রহ শুক্র বা চন্দ্র হইলে রৌপ্যধাতু বলিয়া জানিবে, এইরূপ বুধ হইলে স্বর্ণ, বৃহস্পতি হইলে রত্নযুক্ত স্বর্ণ, সূর্য্য হইলে মৌক্তিক ( মুক্তা ) মঙ্গল হইলে তাত্রা, শনি হইলে লৌহ, রাহু হইলেও লৌহ, কেতু হইলে মিশ্র ধাতু নিরূপণ করিবে । ২৩—২৪

প্রথমে পূর্বেক্ত নিয়মে তাৎকালিক গ্রহ সাধন করিয়া পরে মূলাদি নিরূপণ করিবে । যথা—তাৎকালিক গ্রহ চন্দ্র বা শুক্র হইলে গুল্ম ( কুল্ল বৃক্ষ ) ও বল্লী ( বিশিষ্ট লতা ) বুধ হইলে লতা ও কন্দ, বৃহস্পতি হইলে পত্র, সূর্য্য হইলে ফল, শনি, মঙ্গল বা রাহু হইলে মূল, কেতু হইলে পুষ্প নির্দেশ করিবে । ২৫—২৬



অথ বিপদাদিজ্ঞানম্ ।

বিপদো ভাগবন্তরু ভূমিজার্কো চতুষ্পদো ।

পক্ষিণো বৃধশৌরী চ চন্দ্ররাহু সরীসৃপো ॥ ২৭

অথ দিগ্জ্ঞানম্ ।

চন্দ্রেভানো বদেৎ প্রাচ্যাং জীবেশুক্রে চ পশ্চিমে ।

উত্তরে ভৌমসৌম্যাভ্যাং শনৌরারহো চ দক্ষিণে ॥ ২৮

অথাক্ষরবর্ণোপরি চিস্তাজ্ঞানম্ ।

অবর্গ আত্মনশ্চিস্তা পরচিস্তা কবর্গকে ।

তথা চবর্গে বিভেদয়া টবর্গশ্চ চতুষ্পদে ॥ ২৯

তাৎকালিক গ্রহ বৃহস্পতি বা শুক্র হইলে বিপদসংজ্ঞক বলিয়া জানিবে, এবং মঙ্গল বা সূর্য্য হইলে চতুষ্পদ, বৃধ বা শনি হইলে পক্ষী, চন্দ্র বা রাহু হইলে সরীসৃপ সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইবে । ২৭

প্রশ্নকালে তাৎকালিক গ্রহ চন্দ্র বা সূর্য্য হইলে পূর্বাদিক্, বৃহস্পতি বা শুক্র হইলে পশ্চিমাদিক্, মঙ্গল বা বৃধ হইলে উত্তরাদিক্ এবং শনি, রাহু বা কেতু হইলে দক্ষিণাদিক্ নিরূপণ করিয়া লইবে । ২৮

প্রশ্ন হইলে পর প্রশ্নের প্রথম অক্ষর কোন্ বর্ণ হইয়াছে ঠিক করিয়া পরে চিস্তনীয় বিষয় নিরূপণ করিবে । প্রশ্নের আত্মবর্ণ অবর্গ হইলে আত্মচিস্তা, কবর্গ হইলে পরচিস্তা ও অপদ জীবচিস্তা, চবর্গ হইলে পরচিস্তা, ও বৃহস্পদ জীবচিস্তা, টবর্গ হইলে চতুষ্পদ জীবচিস্তা, তবর্গে পদহীন জীবচিস্তা, পবর্গে পাদসম্বল জীবচিস্তা, যবর্গে চতুষ্পদ জীবচিস্তা এবং শবর্গে



চবর্গে পাদবহুলা অপদা তু কবর্গকে ।

তথা তবর্গে বিজ্ঞেয়া পবর্গে পাদসঙ্কুলাঃ ॥ ৩০

চতুষ্পদা যবর্গে তু শবর্গে দ্বিপদাঃ স্মৃতাঃ ।

দেবা অবর্গে বিজ্ঞেয়াঃ কবর্গে মনুজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১

চবর্গে পক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ চবর্গে তদ্বদেব হি ।

নরাস্তবর্গে বিজ্ঞেয়া বিজ্ঞেয়া অশ্বরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩২

পবর্গে মনুজাশ্চৈব তথৈব চ শবর্গকে ।

অবর্গে ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তাঃ কবর্গে ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩

বিশশ্চবর্গে বিজ্ঞেয়াঃ টবর্গে তদ্বদেব হি ।

শূদ্রাঃ পবর্গে জ্ঞাতব্যাঃ শবর্গে বিশএব চ ॥ ৩৪

জীচিস্তা চ অবর্গে স্মৃতাঃ কবর্গে পুরুষোত্তমঃ ।

নপুংসকশ্চবর্গে স্মৃতিবর্গে তদ্বদেব হি ॥ ৩৫

অগ্নিন্ বর্ষে সূখং ক্লেশাদিকং বা কিং ভবিষ্যতি? ইতি প্রশ্নে  
বর্ষকলম্ ॥ ( ক )

দ্বিপদ জীবচিন্তা স্থির করিবে । প্রশ্নের আত্মবর্ণ অবর্গ হইলে দেবচিন্তা, কবর্গে মনুজচিন্তা, চবর্গে পক্ষিচিন্তা, টবর্গেও পক্ষিচিন্তা, তবর্গে মনুজচিন্তা ও অশ্বচিন্তা, পবর্গে মনুজচিন্তা এবং শবর্গেও মনুজচিন্তা স্থির করিয়া লইবে । অবর্গে ব্রাহ্মণ চিন্তা, কবর্গে ক্ষত্রিয়চিন্তা, চবর্গে বৈশ্যচিন্তা, টবর্গেও বৈশ্যচিন্তা, পবর্গে শূদ্রচিন্তা করিবে । এবং শবর্গে বৈশ্যচিন্তা স্থির করিয়া লইবে । অবর্গে জীচিস্তা, কবর্গে পুরুষচিন্তা, চবর্গে নপুংসক চিন্তা এবং টবর্গেও ঐ নপুংসক বিষয়ক চিন্তা স্থির করিবে । ২২—৩৫



তিথিবার্ষিক যোগানাং যুতিঃ সংবৎসরাশ্রিতা ।

প্রশ্ননামাক্ষরৈর্মুক্তা ত্রিহতা শেষকে ফলম্ ॥ ৩৬

ক্লেশদৈশিকেন বিজ্ঞেয়ো দ্বাভ্যাং সমং বিচিস্তয়েৎ ।

তৃতীয়ে সুখমাপ্নোতি বর্ষেহস্মিন্ প্রশ্নতঃ ফলম্ ॥ ৩৭

এই বৎসর সুখ বা ক্লেশাদি কি হইবে ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে যেক্ষণে প্রশ্নকল গণনা করিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে । (ক) প্রশ্ন সময়ে কোন্ তিথি কোন্ বার ও নক্ষত্র, যোগ কি এবং প্রশ্নবর্ষে প্রভবাদি বৎসরের কোন্ বর্ষ এই সমুদয় নিরূপণ করতঃ তাহাদের সংখ্যা গ্রহণ করিয়া যোগ করিবে, পরে তাহাতে প্রশ্নাক্ষর ও প্রশ্নকর্তার নামাক্ষরের সংখ্যাও যোগ দিবে । শেষে সমষ্টি অঙ্কে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে ক্লেশ হইবে, দুই থাকিলে সুখ দুঃখ সমান হইবে, তিন বা শূন্য থাকিলে সুখ হইবে, ইহা স্থির করিবে । তাহা হইলে এইবর্ষে উক্তরূপ ফলাদিই প্রশ্নে পাওয়া গেল । ৩৬—৩৭

উদাহরণ ।

মনে করুন প্রভব বর্ষের ১৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বাদশী তিথি শতভিষা নক্ষত্র ও আয়ুর্মান যোগে প্রশ্ন হইয়াছে । এখন দেখিতে হইবে ইহাদের সংখ্যা কত ? বারের সংখ্যা ৫, তিথির সংখ্যা ১২, নক্ষত্রের সংখ্যা ২৪, যোগের সংখ্যা ৩ ও বর্ষ সংখ্যা ১ ; সুতরাং সমষ্টি যোগফল  $৫ + ১২ + ২৪ + ৩ + ১ = ৪৫$  হইল । ইহার সহিত প্রশ্নাক্ষর ( আমার এই বৎসর সুখ হইবে কি ? ) ১৪ ও প্রশ্নকর্তার নামাক্ষর ( হরিশ্চন্দ্র ) ৪ যোগ করিলে  $৪৫ + ১৪ + ৪ = ৬৩$  হইল । এখন ৬৩কে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে  $৬৩ ÷ ৩ = ২১$  ভাগফল, অবশিষ্ট ০ ( শূন্য ) বা ৩ ; সুতরাং এই বৎসরে হরিশ্চন্দ্র



## অথ রাজকুপাচিন্তা ।

প্রশ্নবর্ণো গুণৈঃপূর্তঃ ঘটতিষু ক্তোবহিহৎ ।

একেন স্বল্পমানং স্তাৎ দ্বাভ্যাং মানাধিকং ভবেৎ ॥ ৩৮

ত্রিভিঃ শেষে ন মানং স্তাদিত্যেতৎ প্রশ্নলক্ষণম্ ।

ঘটীতি পরিবিজ্ঞেয়াঃ প্রশ্নকালীন নাড়িকাঃ ॥ ৩৯

নামক ব্যক্তির স্মৃতি হইবে কি ? এই প্রশ্নে স্মৃতি হইবে । ইহাই প্রশ্নলক্ষণ ফল নিরূপিত হইল । ৩৬—৩৭

প্রশ্নাক্ষর সংখ্যাকে তিন দ্বারা গুণ করিবে । পরে প্রশ্ন সময়ে যত দণ্ড বেলা হইয়াছে, তাহা উহাতে যোগ করিয়া তাহাকে তিন দ্বারা ভাগ করিবে । যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে অল্প সন্মান লাভ হইবে, দুই থাকিলে অধিক সন্মান হইবে, তিন থাকিলে মানহানি হইবে । (যদি শব্দে প্রশ্ন কালীন দণ্ড বুঝিতে হইবে) । ৩৮—৩৯

## উদাহরণ ।

বেলা ১৮ দণ্ডের সময় ( বা আনুমানিক ১টার সময় ) একজন প্রশ্ন করিল যে, এ কার্যে আমার সন্মান লাভ হইবে কি ? তাহা হইলে দেখা গেল প্রশ্নবর্ণ আছে ১৫ ইহাকে ৩ দ্বারা গুণ করিলে  $১৫ \times ৩ = ৪৫$  হইল । তাহাতে প্রশ্নকালীন অতীত ১৮ দণ্ড যোগ দিলে  $৪৫ + ১৮ = ৬৩$  হইল এবং পরে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে  $৬৩ \div ৩ = ২১$  ফল অবশিষ্ট ০ বা ৩ রহিল । স্তত্রাং এ কার্যে মান হানি হইবে বুঝা গেল । ৩৮—৩৯



অথ স্বরাজ্যপ্রাপ্তিলক্ষণং ।

স্ববর্ণস্ত্রিগুণঃ কার্য্যো বস্ত্রবর্ণৈকরূপযুক্ত ।

বিশুদ্ধঃ শেষকে জ্ঞায়াদেকে প্রাপ্ত্যন্যথা সমে ॥ ৪০

অথ রোগিণাং রোগাদি-বিষয়কঃ প্রশ্নঃ ।

তিথিনাভীসমাবোগো দ্বাভ্যাং গুণিতবেদযুক্ত ।

বহির্ভিত্ত্যজিতে শেষং ফলং তস্য প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪১

পূর্বে প্রশ্নকর্তার নামের অক্ষরগুলি গণনা করিয়া তাহাকে তিন গুণ করিয়া তাহাতে কোন এক বস্তুর নাম করতঃ সেই বস্তুর নামের বত অক্ষর তাহা ও প্রশ্নাক্ষর একত্র যোগ করিয়া তাহাতে পুনঃ এক সংখ্যা যোগ করিবে । পরে দুই দ্বারা ভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে রাজ্যপ্রাপ্তি হইবে, দুই বা শূন্য থাকিলে রাজ্য প্রাপ্তি হইবে না বলিয়া জানিবে । ৪০

উদাহরণ ।

“গিরিধর” নামে কোন এক রাজা প্রশ্ন করিলেন যে “আমি নিজরাজ্য লাভ করিতে পারিব কি ?” তাহা হইলে প্রথমে দেখিলাম প্রশ্নকর্তার নামের সংখ্যা ৪ । তাহাকে ৩ গুণ করিলে  $৪ \times ৩ = ১২$  হইল । পুনঃ তাহাকে বস্তুর নাম করিতে বলায় “জল” বলিলেন তাহার সংখ্যা ২ পূর্বোক্ত গুণিত অঙ্কে যোগ দাও সুতরাং  $১২ + ২ = ১৪$  হইল পুনঃ তাহাকে প্রশ্নাক্ষর ১৫ যোগ দিলে  $১৪ + ১৫ = ২৯$  হয়, সমষ্টির সহিত ১ যোগ করিতে আদেশ থাকায়  $২৯ + ১ = ৩০$  হইল । ইহাকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে  $৩০ \div ২ = ১৫$  ভাগফল, অবশিষ্ট ০ (শূন্য) বা ২ রহিল । সুতরাং রাজ্যপ্রাপ্তি হইবে না জানা গেল । ৪০

প্রশ্নকালে যে তিথি প্রশ্নকাল পর্য্যন্ত আছে, সেই তিথির সংখ্যা এবং



একেন বেদনাভাবঃ শিরোরোগী বিশেষকে ।

শৃঙ্খন নিধনং জ্ঞেয়ং শেষতঃ সর্বদা বুধেঃ ॥ ৪২

প্রশ্নকালে যত দণ্ড বেলা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া দুই দ্বারা গুণ করিবে । পরে সেই গুণিত অঙ্কে \* চারি যোগ করিয়া তিন দ্বারা ভাগ করিবে । ভাগশেষ যদি এক থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র রোগ শান্তি হইবে, দুই থাকিলে পীড়ায় সাতিশয় কষ্ট পাইবে, তিন বা শূন্য থাকিলে মৃত্যু হইবে । ৪১—৪২

উদাহরণ ।

বেলা ১০ দণ্ডের সময় শুক্লা একাদশী তিথিতে প্রশ্ন হইল যে, এ রোগীর শীঘ্র রোগ শান্তি হইবে কি ? প্রথমে তিথির সংখ্যা ১১কে দণ্ডের সংখ্যা ১০এর সহিত যোগ দিলে  $১১ + ১০ = ২১$  হইল । তাহাকে ২ গুণ করিলে  $২১ \times ২ = ৪২$  হয় । তাহার সহিত ৪ যোগ দিলে  $৪২ + ৪ = ৪৬$  হইল । পরে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে  $৪৬ \div ৩ = ১৫$  ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল । সুতরাং এ রোগীর শীঘ্রই রোগ শান্তি হইবে বলিয়া নিরূপিত হইল । ৪১—৪২

\* “গুণিতবেদযুক্ত” ইহাতে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে বিগুণিত বেদই যোগের অঙ্ক । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেননা প্রত্যেক প্রশ্নের অঙ্কে দেখা যায় একটি গুণিত অঙ্ক ও একটি যুক্ত অঙ্ক ও একটি বিভক্ত অঙ্ক এই তিনটাই থাকে, সুতরাং দুইটি পূর্বোক্তেরই গুণক । হৃদগতনভরে সমাসান্ত করা হইয়াছে । যথা আর্যো দ্বাভ্যাং গুণিতঃ পশ্চাৎ কো(৪)যুক্ত ইত্যাদি ।



অথ দ্রব্যপ্রাপ্তিপ্রশ্নঃ ।

ঘটিকা রামগুণিতা শরৈর্বর্গৈশ্চমিশ্রিতা ।

বেদৈর্হতা সমেশেষে ন প্রাপ্তি বিধমে ধ্রুবম্ ॥ ৪৩

অমুকস্ত দ্রব্যপ্রাপ্তির্বা নবা ।

প্রভোনাং গুণৈর্হিতা স্ববর্ণমিশ্রিতং হরেৎ ।

রামৈঃ প্রাপ্তির্বিজ্ঞানীয়াদেকশেষে দ্বিকে নহি ॥ ৪৪

প্রথমে প্রশ্নকালে কত দণ্ড বেলা হইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া লইবে, পরে সেই প্রশ্নকালীন দণ্ডকে তিনগুণ করিয়া তাহাতে প্রশ্নাকরের সংখ্যা ও পাঁচ যোগ দিবে, শেষে তাহাকে চারি দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ বিষম (এক বা তিন) থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই দ্রব্য প্রাপ্তি হইবে, যদি সম দুই বা শূন্য থাকে, তাহা হইলে দ্রব্য পাওয়া যাইবে না বলিয়া জানিবে । ৪৩

উদাহরণ ।

বেলা ১০ দণ্ডের সময় প্রশ্ন হইল “আমার দ্রব্য পাইব কি ?” তাহা হইলে প্রথমে ১০ দণ্ডকে ৩ গুণ করিলে  $১০ \times ৩ = ৩০$  হইল ; তাহার সহিত প্রশ্নাকর ৯ ও যুক্ত সংখ্যা ৫ যোগ দিলে  $৩০ + ৯ + ৫ = ৪৪$  হইল । পরে উক্ত সমষ্টিকে ৪ দ্বারা ভাগ করিলে  $৪৪ \div ৪ = ১১$  হইল ও অবশিষ্ট ০ (শূন্য) বা ৪ রহিল । সুতরাং জানা গেল দ্রব্য পাওয়া যাইবে না । ৪৩

অমূকের অমুক দ্রব্য প্রাপ্তি হইবে কি না ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে যাহার দ্রব্য প্রাপ্তি-বিষয়ক প্রশ্ন হইবে, তাহার নামাকর সংখ্যাকে তিনগুণ করিয়া তাহাতে যিনি প্রশ্ন করিবেন তাহার নিজ নামাকর সংখ্যা যোগ করিবে ।



ত্রিশেষে চিরকালেন দ্রব্যপ্রাপ্তিৰ্ভবিষ্যতি ।

মতকৈতত্ত্ব প্রপ্তেস্তাদ্ দ্রব্যস্বামি-স্বনামতঃ ॥ ৪৫

সন্ধিপ্রাপ্তিঃ ।

প্রশ্নকালীন নাদীভিঃ সংযুতাপ্রস্নিকীতিথিঃ ।

তস্তা ভাগং ত্রিভিঃ কৃতা শেষেণ ফলমাদিশেৎ ॥ ৪৬

একশেষে ভবেৎ সন্ধির্দ্বিশেষে বহুব্রতঃ ।

ত্রিশেষে নৈব সন্ধিঃ স্তাদেতৎ প্রশ্নস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪৭

পরে ঐ অঙ্কে তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে দ্রব্যপ্রাপ্তি হইবে, দুই থাকিলে প্রাপ্তি হইবে না, তিন বা শূন্য থাকিলে বহুকাল পরে প্রাপ্তি হইবে । ৪৪—৪৫

উদাহরণ ।

রামচন্দ্র এসে জিজ্ঞাসা করিল “হরি রামের” গহনাগুলি পাইবে কি ? প্রথমে হরি রামের দ্রব্য বলিয়া তাহার নামের সংখ্যা ৪কে ৩ গুণ করিলে  $৪ \times ৩ = ১২$  হয় । তাহাতে প্রশ্নকর্তার নামের সংখ্যা ৪ যোগ দাঁড়  $১২ + ৪ = ১৬$  হইল । পরে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে  $১৬ \div ৩ = ৫$  ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল সুতরাং দ্রব্য পাওয়া যাইবে । ৪৪—৪৫

প্রশ্নকালে যত দণ্ড গত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রশ্নকালের তিথির সংখ্যা যোগ করিয়া বাহা হইবে, তাহাকে তিন দ্বারা বিভাগ করিয়া বাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দ্বারা ফল নিরূপণ করিবে, যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে সন্ধি হইবে, দুই থাকিলে বহুব্রত সন্ধি হইবে, শূন্য থাকিলে সন্ধি হইবে না । ৪৬—৪৭

উদাহরণ ।

সন্ধি হইবে কি ? এই প্রশ্নে পূর্বোক্ত ৪১—৪২ উদাহরণে অতীত ল



### সম্ভাবন গণনা ।

চতুর্থ প্ৰতিষ্ঠিতৈ(১)বার্ষিকগৈশ্চমিশ্রিত ।

দ্বাভ্যাং ভাগেন যল্লকং ত্রিভং বেদ(৪)হতঞ্চ যৎ ॥ ৪৮

একশেষে বিলম্বেন দ্বিশেষে নৈব সম্ভবঃ ।

অচিরেণৈব কালেন ত্রিচতুঃশেষকে বদেৎ ॥ ৪৯

১০এর সহিত তিথির সংখ্যা ১১ যোগ দেওয়ায়  $১০ + ১১ = ২১$  হইল, তাহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে  $২১ \div ৩ = ৭$  ভাগফল, অবশিষ্ট ০ ( শূন্য ) বা ৩ রহিল । সুতরাং সন্ধি হইবে না । ৪৬—৪৭

প্রাক্কালীন তিথিকে চারি দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে এক যোগ করিবে । পরে তাহাতে বার ও যোগ মিশ্রিত করিয়া দুই দ্বারা ভাগ দিয়া বাহা ভাগফল হইবে, তাহাকে পুনরায় তিন গুণ করিয়া চারি দ্বারা ভাগ করিতে হইবে । ( ভাগফল বাদ দিয়া ) যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে বিলম্বে সম্ভাবন লাভ হইবে, দুই থাকিলে সম্ভাবন হইবে না, যদি তিন বা শূন্য শেষ থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বেই সম্ভাবন হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিবে । ৪৮—৪৯

### উদাহরণ ।

বুধবার গুরুদশমীতিথি ও বিষ্ণু যোগে একব্যক্তি প্রণ করিল “আমার সম্ভাবন হইবে কি ?” এই প্রশ্নে দেখা গেল তিথির সংখ্যা ১০ তাহাকে ৪ গুণ করিলে  $১০ \times ৪ = ৪০$  হইল । তাহাতে এক যোগ দেওয়ায়  $৪০ + ১ = ৪১$  হয়, পরে সমষ্টিতে বারের সংখ্যা ৪ ও যোগের সংখ্যা ১ যোগ দেওয়াতে  $৪১ + ৪ + ১ = ৪৬$  হইল । এখন ইহাকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে  $৪৬ \div ২ = ২৩$  ভাগফল, অবশিষ্ট ০ ( শূন্য ) রহিল । এখন অবশিষ্ট অঙ্ক পরিত্যাগ



অন্তা গর্ভোহস্তি বা ন ইতি প্রশ্নে ।

বারশচ ত্রিগুণঃ কার্যাস্তিথিভিঃ স্তসংযুতঃ ।

দ্বাভ্যাং হতশচ যচ্ছেষঃ বিষমেহস্তি স্তমেহফলম্ ॥ ৫০

অন্যচ্চ ।

প্রশ্নবর্ণাঙ্কে মাত্রাক্ষযাতঃ ( ৭ গুণিতঃ ) সপ্তাবশেষতঃ ।

বিষমে গর্ভসম্ভূতিঃ স্তমে নাস্তীতি সংবদেৎ ॥ ৫১

করিয়া লবু ভাগফলকে ৩ গুণ করিলে  $২৩ \times ৩ = ৬৯$  হইল এবং তাহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে  $৬৯ \div ৪ = ১৭$  ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল । সুতরাং বিলম্বে সন্তান লাভ হইবে বুঝিতে হইবে । ৪৮—৪৯

ইহার গর্ভ হইয়াছে কি? এক্ষপ প্রশ্ন হইলে প্রশ্নকালীন তারিখে যে বার হয়, সে বারকে ( বারের সংখ্যাকে ) তিনগুণ করিয়া তাহাতে প্রশ্নকালীন যে তিথি ছিল তাহার সংখ্যা যোগ দিবে, পরে তাহাকে দুই দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে গর্ভবতী হইয়াছে জানিবে, যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে গর্ভ হয় নাই স্থির করিবে । ৫০

প্রশ্নে যত অক্ষর আছে তাহার সংখ্যাকে প্রশ্নের অক্ষরের মধ্যে আকারাদির মাত্রা কত আছে ঠিক করিয়া যত হইবে, তাহা দ্বারা গুণ করিবে । যেমন ( “কার্যাস্তি” বলিলে বর্ণ বা অক্ষর সংখ্যা ৪, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা হইবে ৬ ইত্যাদি ) । পরে সেই গুণিত অঙ্ককে সাত দিয়া ভাগ করিলে যদি ভাগশেষ বিষম সংখ্যা ( ১৩৫১০ বা ৭ ) থাকে, তাহা হইলে গর্ভ হইয়াছে বলিয়া জানিবে । যদি সম সংখ্যা ( ২৪৬ ) ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে গর্ভ হয় নাই ইহাই স্থিরীকৃত হইল । ৫১



গর্ভে পুত্রকন্যোৎপত্তি গণনা ।

প্রশ্নবর্ণাক্ষমাত্রাক্ষং তিথিবারক্ষং সংযুতম্ ।

সপ্তভুক্তগরশেষেণ সমে ত্রৌ বিষমে পুমান্ ॥ ৫২

উদাহরণ ।

রোহিণীর গর্ভ হইয়াছে কি ? এই প্রশ্নে দেখা গেল প্রশ্নাক্ষর ১১কে মাত্রার সংখ্যা (অকারাদি হ্রস্ব দীর্ঘ ভাবে) ১৬ \* দ্বারা গুণ করিলে  $১১ \times ১৬ = ১৭৬$  হইল । পরে ১৭৬কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে  $১৭৬ \div ৭ = ২৫$  ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল । সুতরাং জানা গেল গর্ভ হইয়াছে । ৫১

প্রশ্নবর্ণের সংখ্যা ও প্রশ্নবর্ণের মাত্রার সংখ্যা এবং তিথি, বার, নক্ষত্র, এই সমুদয়ের সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া সাত দ্বারা বিভাগ করিবে । যদি

\* মাত্রা গ্রহণ প্রণালী যথা অ, ই, উ প্রভৃতি হ্রস্বস্বর ১ মাত্রা, আ, ঈ প্রভৃতি দীর্ঘস্বর ২ মাত্রা, ব্যঞ্জনবর্ণ ক খ্ প্রভৃতি অর্ধ মাত্রা । সেইরূপে ক্ + অ = ক (হ্রস্ব সংযুক্ত বলিয়া) ১ মাত্রা, ক্ + আ = কা (দীর্ঘস্বর সংযুক্ত বলিয়া) ২ মাত্রা । এবং সেইরূপ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ হ্রস্বস্বর যুক্ত হইলেও দীর্ঘবিধায় ২ মাত্রা । পরে হসন্ত বর্ণ বা অনুস্বার ও বিসর্গ থাকিলেও যে বর্ণের পরে আছে সেই বর্ণ হ্রস্ব হইলেও দীর্ঘ হইবে এবং দুই মাত্রা গ্রহণ করিতে হইবে । যেমন ‘তৎ’ ‘দ্বঃখ’ ‘হংস’ ইত্যাদি স্থলে মাত্রা গ্রহণ করিলে ‘ত’ এর পরে ‘ৎ’ থাকায় ‘ত’ দীর্ঘ ২ মাত্রা । ‘দ্বঃ’ এর পর বিসর্গ থাকায় ‘দ্বঃ’ দীর্ঘ ২ মাত্রা । ‘হঃ’ এর পর অনুস্বার থাকায় ‘হঃ’ দীর্ঘ ২ মাত্রা ইত্যাদি ।  
একত্র য়ো ২ হি ১ ধী ২ র ১ গ ২ ভ ১ হ ১ ই ১ ঋ ২ ছে ২ কি ১ = ১৬ হইল ।



## মতান্তরে সন্তানগণনা ।

তিথিবারক্ষা বোগানাং যোগো নামাক্ষরৈর্ঘূতঃ ।

কিত্তিভেন যুতশ্চাপি বহ্নিহচ্ছেষত্রয়ং ফলম্ ॥ ৫৩

একাত্মেন ভবেৎ পুত্রো দ্বাভ্যাং কন্যাং বিনির্দিশেৎ ।

ত্রিশেষে গর্ভপাতঃ স্রাজ্জাতব্যং সর্বদা বুধেঃ ॥ ৫৪

ভাগশেষ বিষমাক্ষ (১।৩।৫।৭ বা শূন্য) থাকে, তাহা হইলে প্রমুক্তকারী পুত্রলাভ হইবে। যদি অবশিষ্ট সম (২।৪।৬) থাকে, তাহা হইলে কন্যা জন্মিবে, ইহাই প্রশ্নের ফল। ৫২

## উদাহরণ ।

১২ই ভাদ্র সোমবার শুক্লা পঞ্চমী তিথি ও ভরণী নক্ষত্রে প্রশ্ন হইল “আমার পুত্র হইবে কি?” তাহা হইলে দেখিলাম প্রশ্নসংখ্যা ৯, মাত্রার সংখ্যা পূর্বক্রমে ১৩, তিথির সংখ্যা ৫ (তিথির সংখ্যা ক্রমপক্ষে ১৬ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত আর শুক্লপক্ষে ১ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত অক্ষ গ্রহণ করিবে)। নক্ষত্রের সংখ্যা ২, বারের সংখ্যা ২, যোগ করিলে  $৯ + ১৩ + ৫ + ২ + ২ = ৩১$  হইল; ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে  $৩১ \div ৭ = ৪$  ভাগফল, অবশিষ্ট ৩ রহিল। সুতরাং জানা গেল প্রশ্নকর্তার পুত্র লাভ হইবে। ৫২

প্রশ্নকালীন তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগ, এই সমুদায়ের সংখ্যা এবং ঋতুগণের নামাক্ষরের সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া তাহাতে পুনরায় তিন যোগ করিবে। পরে সমষ্টি বাহা হইবে, তাহাকে তিন দ্বারা ভাগ করিলে বাহা ভাগশেষ থাকিবে তাহা দ্বারা প্রশ্নের ফল বলিবে। যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে পুত্র হইবে, দুই থাকিলে কন্যা হইবে, তিন বা শূন্য থাকিলে গর্ভপাত হইবে। ৫৩—৫৪



মমান্তস্ত পুত্রো বা ? প্রশ্নে ।

যোগঃ পঞ্চগুণঃ কার্যো ভুবনেনাপি সংযুতঃ ।

রামৈর্বিভক্তাঙ্গিতো যৎস্রাজ্ছেদৈকস্ত স্বভবোন্তবঃ ॥ ৫৫

দ্বাত্যামন্তাঙ্গিকানোয়াং ত্রিশেষে বার্য্যায়োর্থুতিঃ ।

এবমেব ফলং তত্র সত্যংস্তাদিতিবিশ্রুতিঃ ॥ ৫৬

উদাহরণ ।

মনে করুন, ৮ই বৈশাখ শুক্রবার শুক্লা দ্বাদশী ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র এবং শোভন যোগে ( প্রণয়কালে উক্ত তিথ্যাদি বর্তমান ছিল ) “সরলা বালার” গর্ভে কি সন্তান হইবে ? এইরূপ প্রশ্ন হইল । এখন দেখিতে হইবে তিথি প্রভৃতির সংখ্যা কত । তিথি দ্বাদশী স্মৃতরাং শুক্রপক্ষ বলিয়া সংখ্যা ১২, শুক্রবার সংখ্যা ৬, নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়ার সংখ্যা ২১, যোগ-শোভন তাহার সংখ্যা ৫, ইহাদের সমষ্টি  $১২ + ৬ + ২১ + ৫ = ৪৪$  । এবং গর্ভিনীর নামের অক্ষর সংখ্যা ৫ প্রাপ্ত সমষ্টিতে ( ৪৪ অঙ্কে ) যোগ দিতে হইবে, স্মৃতরাং  $৪৪ + ৫ = ৪৯$  হইল, তাহাতে পুনরায় তিন যোগ দিলে  $৪৯ + ৩ = ৫২$  হইল, পরে যোগকলকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে  $৫২ \div ৩ = ১৭$  ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল, স্মৃতব্যাং জানা গেল যে সরলা বালার পুত্র হইবে ইত্যাদি । ৫৩—৫৪

এইটি আমার সন্তান বা অন্যের সন্তান ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে প্রণয়কালীন বিচ্ছিন্ন হইতে বৈধতি পর্যন্ত ২৭টি যোগের ( মৎপ্রণীত জ্যোতিষ শিক্ষায় বিশেষ দ্রষ্টব্য ) মধ্যে যে যোগ ছিল, সেই যোগের সংখ্যাকে পাঁচ গুণ করিয়া তাহাতে চৌদ্দ যোগ করিবে । পরে উহা তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে আত্মজ অর্থাৎ আপনার বার্য্যজাত সন্তান বলিয়া জানিবে । দুই থাকিলে অন্তজ বা জারজ অর্থাৎ অন্ত পুরুষ কর্তৃক



## যুদ্ধে দুর্গপ্রাপ্তিপ্রশ্নঃ ।

রামৈশ্বর্যগিতবারস্ত্র নৈত্রৈর্গোজিতব্রহ্মতাঃ ।

দুর্গপ্রাপ্তিরেকশেষে দ্বিকে সন্ধিঃ ত্রিকে ন হি ॥ ৫৭

উৎপাদিত হইয়াছে জানিবে । তিন বা শূন্য থাকিলে উভয়ের ( স্বামী জীর ) বীৰ্য্যযোগে জন্ম হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিবে । ইহাই এই প্রশ্নগণনায় সত্য ফল নিরূপিত হইল । ৫৫—৫৬

উদাহরণ ।

উক্ত ৮ই বৈশাখ প্রবাসী এক ব্যক্তি জীর প্রতি সন্নিহান হইয়া জ্যোতিষীর নিকট প্রশ্ন করিল যে, অভিনব জাত এই পুত্রটী যথার্থ আমার ঔরসজাত কি ? তখন দেখিতে হইবে, সেই দিন কোন্ যোগ ছিল । দেখিলাম শোভন যোগ রহিয়াছে অতএব যোগের সংখ্যা ৫ তাহাকে ৫ দিয়া গুণ করিলে  $৫ \times ৫ = ২৫$  হইল । এবং উক্ত গুণফলে ১৪ যোগ দিলে  $২৫ + ১৪ = ৩৯$  হইল । পরে লব্ধ সমষ্টি অঙ্কে ৩ দিয়া ভাগ দিলে  $৩৯ \div ৩ = ১৩$  ভাগফল, অবশিষ্ট ০ ( শূন্য ) বা ৩ রহিল । সুতরাং জানা গেল উক্ত বালক উভয়ের বীৰ্য্যজাত সন্তান । ৫৫—৫৬

প্রশ্নবারকে তিন দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে দুই যোগ করিলে যোগফল বাহ্য হইবে তাহাকে তিন দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে দুর্গপ্রাপ্তি হইবে, দুই থাকিলে সন্ধি হইবে, তিন বা শূন্য থাকিলে দুর্গলাভ হইবে না, ইহাই নিরূপিত হইল । ৫৭

উদাহরণ ।

বৃষবার ৮ দশের সময় একজন প্রশ্ন করিল “এ যুদ্ধে আমি দুর্গ লাভ করিতে পারি কি ? ” তখন দেখিলাম প্রশ্নবার বৃষবার তাহার সংখ্যা ৪



পর্যটনগমনচিন্তা ।

ঘটিকা পঞ্চভিগুণ্য দিনক'বিশ্ব (১৩) সংযুক্ত ।

দ্বাভ্যাং হুতা তু যচ্ছ্রং ফলং তন্ত বদাম্যহম্ ॥ ৫৮

একেন গমনং বিজ্ঞাদ্ দ্বাভ্যাং নৈবাগমো ভবেৎ ।

অন্তস্তত্র বিশেষেণ গমনং পরিচিস্তয়েৎ ॥ ৫৯

ইহাকে ৩ দ্বারা গুণ করিলে  $৪ \times ৩ = ১২$  হইল । তাহাতে ২ যোগ দেওয়ায়  $১২ + ২ = ১৪$  হয় । পরে সমষ্টি অঙ্কে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে  $১৪ \div ৩ = ৪$  ভাগফল, অবশিষ্ট ২ রহিল সুতরাং এ যুদ্ধে দুর্গ লাভ হইবে না । কিন্তু সন্ধি হইবে বলিয়া নিরূপিত হইল । ৫৭

যত দণ্ডের সময় প্রের হইবে, সেই দণ্ডকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে প্রেরকালীন বার ও নক্ষত্রের সংখ্যা এবং ১৩ যোগ দিবে । পরে ঐ অঙ্কসমষ্টিকে দুই দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে স্তম্ভকল হইবে বলিয়া অক্লেশেই যুদ্ধযাত্রা করিতে পারিবে বলিয়া দিবে । শূন্য থাকিলে যুদ্ধযাত্রায় অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকায়, যুদ্ধযাত্রা করিতে নিষেধ করিবে । কারণ তাহাতে গমন করিলে আর কিরিয়া আসিতে পারিবে না । ৫৮—৫৯

উদাহরণ ।

বেলা ১২ দণ্ডের সময় প্রের হইল যে, শত্রু দমন করিবার জন্ত আমাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে কি ? তখন ১২ দণ্ড বেলা হওয়ার—সেই ১২ দণ্ডই প্রেরকালীন অতীত দণ্ড, সুতরাং তাহাকে ৫ দ্বারা গুণ করিলে  $১২ \times ৫ = ৬০$  হইল । তাহাতে বার ও নক্ষত্রের সংখ্যা যোগ করিতে বলায় ৫৩—৫৪ উদাহরণে উক্ত তারিখে যদি প্রের ধরা যায় তাহা হইলে, স্তম্ভকল ও



অমুকদেশে শত্রুনাগমিষ্যতি বা ন ।

দেশনামক্করোর্যোগমেকহীনদ্বিভির্ভজেৎ ।

একশেষে তু যুদ্ধেন আগমিষ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৬০

পলায়িতং শত্রুসৈন্যং দেশমুক্তির্দ্বিশেষকে ।

ত্রিশেষকে ভবেদুঃখং যুদ্ধঞ্চ সেনায়োর্মহৎ ॥ ৬১

উত্তরাবাচা নক্ষত্র পাওয়া যায় । তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ ৬ ও ২১ । তাহা পূর্বপ্রাপ্ত গুণিত অঙ্ক ৬০এর সহিত যোগ করিলে  $৬০ + ৬ + ২১ = ৮৭$  হইল । পুনরায় কথিত সংযুক্ত অঙ্ক ১৩ উক্ত যোগফলে যোগ দেওয়ার  $৮৭ + ১৩ = ১০০$  হইল । পরে ঐ অঙ্ক সমষ্টিকে ২ দিয়া ভাগ দিলে  $১০০ \div ২ = ৫০$  ভাগফল, অবশিষ্ট ০ ( শূন্য ) বা ২ রহিল । স্মৃতরাং জানা গেল এ যুদ্ধে স্কল হইবে না । যাওয়া উচিত নহে । ৫৮—৫৯

অমুক দেশে শত্রু আসিবে কি না? এইরূপ প্রশ্ন হইলে যে দেশ সন্ধকার প্রশ্ন হইবে, সেই দেশের নামাক্রমের সংখ্যা এবং প্রশ্নকালীন নক্ষত্র সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া বাহা হইবে, তাহা হইতে এক বাদ দিবে । পরে ঐ অঙ্কে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে শত্রুসৈন্য আগমন করিয়া দেশ অধিকার পূর্বক চলিয়া যাইবে । 'ছই অবশিষ্ট থাকিলে শত্রুসৈন্যগণ দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে । এবং তিন অবশিষ্ট থাকিলে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ ভীষণ যুদ্ধ করিবে এবং তাহাতে প্রজাগণের বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়া প্রশ্নের ফল বলিয়া দিবে । ৬০—৬১

উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কোন্ পক্ষের জয় হইবে? এইরূপ প্রশ্ন হইলে ছই জন্মের নামাক্রমের সংখ্যা ছই স্থানে রাখিয়া তিন দ্বারা গুণ



ঘনোয়ুক্ষে কশ্য জয় ইতি প্রশ্নে ৮

উভয়োদ্বিগুণং নাম তৎকালৈশ্চ ত্রিভিযুতঃ ।

বহি (৩) হতস্ত্র শেখঃ শ্রাদ্ধিকং জয়কৃন্তবেৎ ॥ ৬২

করিবে । পরে উভয়ের ত্রিগুণিত নামাক্ষরের সংখ্যার সহিত প্রসঙ্গকালীন যত দণ্ড গত হইয়াছে, সেই দণ্ড ও তিন সংখ্যা যোগ করিয়া যে দুইটা অঙ্ক হইবে, ঐ দুইটা অঙ্কে পৃথক্ পৃথক্ তিন দ্বারা বিভাগ করিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার মধ্যে যাহার ভাগশেষ অধিক হইবে, তিনিই জয়লাভ করিবেন বলিয়া জানিবে । ৬২

উদাহরণ ।

মনে করুন—প্রসঙ্গ কুমার রায় চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল যে, আমার বিপ্রচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির সহিত কোন বিষয়ের বিশেষ যুদ্ধ হইবে এবং আমাদের দুই জনের মধ্যে কাহার জয় হইবে ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে উপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম দুইটি লইয়া দুই স্থানে স্থাপন কর । পরে তাহার নীচে ঐ নাম দুইটির সংখ্যা লও যথা :—

প্রসঙ্গকুমার	ও	বিপ্রচরণ	ইহাদের নামাক্ষর সংখ্যা ৬ ও ৫
৬		৫	যথাক্রমে স্থাপন করা হইল । পরে ঐ
৩		৩	দুইটা সংখ্যাকে তিন গুণ করিতে হইবে ।
—		—	$৬ \times ৩ +$ প্রশ্নদণ্ড ১৩ ও যুক্ত অঙ্ক $+ ৩ \div ৩$
১৮		১৫	—ফল । $৫ \times ৩ +$ প্রশ্নদণ্ড ১৩ ও যুক্ত
১৩		১৩	অঙ্ক $৩ \div ৩ =$ ফল । ( প্রশ্নকালে ১৩ দণ্ড
৩		৩	অতীত হওয়ায় ১৩ই প্রশ্নকালীন দণ্ড ।
—		—	সুতরাং তাহাতে যোগ দিতে হইবে ) ।

৩) ৩৪ ( ১১	৩) ৩১ ( ১০
৩৩	৩০
—	—
১	১



## গমনপ্রশ্নঃ ।

তিথিবারক্ষণযোগানং যোগো রামযুক্তস্তথা ।  
 দ্বিগুণো বহির্ভুক্তঃ শেষেণ ফলমাদিশেৎ ॥ ৬৩  
 একেন গমনং ক্রিয়াং দ্বাভ্যাং স্থিরতা ভবেৎ ।  
 শূন্যেন চিরকালেন ইতি গন্তব্যলক্ষণম্ ॥ ৬৪

দূতচলিতো বা ন ?

তিথিচ দ্বিগুণা কার্য্য পঞ্চযুক্ত বারমিথিতা ।  
 সপ্তভিগুণিতা দ্বাভ্যাং ভক্তা শেষে ফলং বদেৎ ॥ ৬৫  
 একেন চলিতো দূতঃ শূন্যশেষে তু নিশ্চলঃ ।  
 জানীয়াদিত্যপ্রশ্নস্ত ফলং যথার্থ্য ভূষিতম্ ॥ ৬৬

উভয়ের ভাগশেষ সমান হওয়ার দুই পক্ষেই সমান ফল দাঁড়াইল । অর্থাৎ  
 উভয়ের পরস্পর শান্তি ভাব উৎপন্ন হইবে, বুদ্ধ আর করিতে হইবে না । ৬২

কোনও ব্যক্তি গমন করিবে কি না ? এরূপ প্রশ্ন হইলে প্রদ্ব্যকালীন  
 তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগ ইহাদের সংখ্যা এবং তিন, এই সমুদায় অঙ্ক  
 একত্র যোগ করিয়া যাহা হইবে তাহাকে দ্বিগুণ করিবে । পরে সেই  
 দ্বিগুণিত অঙ্কে তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া যাহা ভাগশেষ থাকিবে,  
 তাহা দ্বারা ফল নিশ্চয় করিবে । ভাগশেষ এক থাকিলে গমন করিবে,  
 দুই থাকিলে গমন করিবে না, শূন্য থাকিলে অনেক বিলম্বে গমন  
 করিবে । ৬৩—৬৪

দূত গমন করিল কি না ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে প্রশ্নকালে যে তিথি ছিল  
 সেই তিথির শুদ্ধাঙ্ককে হিসাবে সংখ্যাকে তিন গুণ করিয়া তাহাতে পাঁচ ও



অথ দূতক্রিয়াসুসংগতং বর্ততে বা ন ।

প্রশ্নবর্ণনাক্রমাত্মকযোগো দ্বাভ্যাং হতোহগ্নিযুক্ত ।

বহুভিচ্চ হরেন্দ্রাগং শেখারেন কলং বদেৎ ॥ ৬৭

প্রশ্নের বার সংখ্যা যোগ করিবে । পরে তাহাকে পুনরবার সাত দিয়া গুণ করিয়া দুই দ্বারা বিভাগ করিলে যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে দূত যাত্রা করিয়াছে জানিবে, এবং দুই থাকিলে স্থির হইয়া রহিয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিবে । ৬৫—৬৬

উদাহরণ ।

১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিনে প্রশ্ন করিল যে, “আমার দূত সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে কি ?” তখন দেখিলাম কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশীর জন্ম তিথির সংখ্যা হইল ২৯, ইহাকে তিন দিয়া গুণ করায়  $২৯ \times ৩ = ৮৭$  হইল । ইহাতে ৫ সংখ্যা ও মঙ্গলবার জন্ম বারের সংখ্যা ৩ যোগ দেওয়ায়  $৮৭ + ৫ + ৩ = ৯৫$  হইল । পুনরায় সমষ্টি ৯৫ কে ৭ দ্বারা গুণ করিতে হইবে কথিত থাকায়, গুণ করিলে  $৯৫ \times ৭ = ৬৬৫$  হইল । এখন এই সমষ্টি অঙ্কে ২ দিয়া ভাগ দিলে  $৬৬৫ \div ২ = ৩৩২$  ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল, সুতরাং তাহাতে জানা গেল যে, দূত অতীষ্ট কার্য সম্পাদন করিয়া আসিবার জন্ম যাত্রা করিয়াছে । ৬৫—৬৬

প্রশ্নে বৃত্ত অক্ষর আছে ও বৃত্ত যাত্রা আছে পূর্বোক্ত ৫১ শ্লোকের কুট্ট নোটের নিয়মে অক্ষর ও যাত্রা ঠিক করিয়া উক্ত সংখ্যাকে একত্র যোগ করতঃ দুই দ্বারা বিভাগ করিবে এবং বাহা লব্ধ হইবে তাহাতে তিন যোগ দিলে যে অঙ্ক সমষ্টি হইবে, তাহাকে আট দ্বারা ভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে দূত সেই স্থানেই বর্তমান আছে জানিবে, যদি দুই



একেন সংস্থিতস্তত্র দ্বিতীয়ে মার্গমাশ্রিতঃ ।

তৃতীয়ে চার্কমার্গেণ চতুর্থে গ্রামসন্নিধৌ ॥ ৬৮

পঞ্চমে পুনরাবৃত্তিঃ ষষ্ঠে ব্যাধিসমাকুলঃ ।

সপ্তমে চ গৃহে ভ্জয়শ্চাক্ষমে চৌরসঙ্কুলঃ ॥ ৬৯

থাকে, তাহা হইলে দূত আসিবার জন্ত যাত্রা করিয়াছে বলিয়া জানিবে ।  
যদি তিন থাকে, তাহা হইলে অর্ধপথে আসিয়াছে, যদি চারি থাকে, তাহা  
হইলে নিজ গ্রামের নিকটেই আসিয়াছে, যদি পাঁচ অবশিষ্ট থাকে, তাহা  
হইলে কোন কারণবশতঃ সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছে জানিবে ।  
যদি ছয় থাকে, তাহা হইলে দূতের গীড়া হইয়াছে, যদি সাত থাকে, তাহা  
হইলে দূত গৃহেই অবস্থান করিতেছে এবং যদি শূন্য বা আট থাকে, তাহা  
হইলে দূত দস্যুহস্তে পতিত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছে বলিয়া নিরূপণ  
করিবে । ৬৭—৬৯ \*

উদাহরণ ।

প্রশ্ন হইল “আমার দূত সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে কি” ? এখন  
দেখিলাম এই প্রশ্নে ২১টি অক্ষর আছে এবং পূর্বক্রমে আকারাদি হ্রস্ব দীর্ঘ  
হিসাবে মাত্রার সংখ্যা ৩০ । ( যথা আ ২ মা ২ র ১ দূ ২ ত ১ সে ২ ই ১  
খা ২ ন ১ হ ১ ই ১ তে ২ ব ১ হি ২ । কেননা হি হ্রস্ব হইলেও গণ্যেতে

\* এই শ্লোকের উদ্ভাবিত প্রশ্নে প্রথম ভাগে ভাগফল লইয়া বা অবশিষ্ট  
লইয়া কার্য্য করিতে হইবে এইরূপ শ্লোকে কোনরূপ উল্লেখ না থাকায়,  
ভাগফল লইয়াই পুনরায় কার্য্য করিতে হইবে । কেননা প্রত্যেক শ্লোকে  
ভাগশেষ লইয়া প্রশ্নোত্তর দিবার আদেশ আছে । সুতরাং কার্য্য করণ  
স্থলে ফল গ্রহণই মুক্তিবৃত্ত ।



দূরস্থশ্রাগমননির্ণয়ঃ ।

প্রভুস্বনাময়োরৈক্যং বিনিম্নং তুরগৈর্ঘূতম্ ।

ত্রিভির্দ্ব্যস্ত শেষং যৎ শ্রাদেকং প্রথমং ফলং ॥ ৭০

পুনস্তৎস্থাপিতং চাক্ষং বহুভিগুণিতস্ততঃ ।

ত্রিভির্বিভজ্যশেষাক্ষে ফলং ক্রয়াজ্জুতাশুভম্ ॥ ৭১

রেফ্, থাকায় সংযুক্ত বর্ণ হইয়াছে বলিয়া পূর্ববর্ণ হি দীর্ঘ হইয়াছে এই জ্ঞাত হইল। সেইরূপ অম্বস্বার বিসর্গ যুক্ত বর্ণও দীর্ঘ হইয়া থাকে। “সংযুক্তাণ্ডং অম্বস্বারং বিসর্গং সংমিশ্রং গুরুঃ পাদান্তস্থং বিকল্পেন” ইত্যাদি বচনের প্রামাণ্য বশতঃ যেখানে মাত্রা গ্রহণ করা হইবে সেস্থলে ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ বিচার করিয়া মাত্রার সংখ্যা গ্রহণ করিবে। গ ১ ত ১ হ ১ ই ১ রা ২ ছে ২ কি ১ মোট ৩০ হইল। ঐ দুইটি সংখ্যাকে একত্র যোগ করায়  $২১ + ৩০ = ৫১$  হইল। ইহাকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে  $৫১ \div ২ = ২৫$  ভাগফল লব্ধ হইল এবং অবশিষ্ট ১ রহিল। এখন অবশিষ্ট অঙ্কে পরিত্যাগ করিয়া বাহা লব্ধ হইল তাহার সহিত ৩ যোগ দাও, তাহা হইলে  $২৫ + ৩ = ২৮$  হইল। এখন এই সমষ্টিকে ৮ দ্বারা ভাগ করিলে  $২৮ \div ৮ = ৩$  ভাগফল ও ৪ অবশিষ্ট রহিল। সুতরাং বুঝা গেল যে দূত কার্য সম্পাদন করিয়া নিজ গ্রামের নিকটেই আসিয়াছে অর্থাৎ এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে। ৬৭—৬৯

প্রদর্শকর্তার নাম ও দূরস্থিত ব্যক্তির ( যিনি আসিবেন বলিয়া জানাইবে উহার ) নাম এই উভয়ের বর্ণ সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া তাহাকে দ্বিগুণ করিবে। পরে তাহাতে সাত যোগ করিয়া তিন দ্বারা বিভাগ করিবে। ভাগশেষ বাহা থাকিবে, সেই সংস্থাপিত অঙ্কে আটগুণ করিয়া পুনরায়



একেন চিরকালেন দ্বিতীয়ে বহুকালতঃ ।

শূণ্যশেষে মহদুঃখং বিনা দ্রব্যৈর্ন মুখতি ॥ ৭২

দ্রব্যচিন্তা ।

নক্ষত্রং ত্রিগুণং কার্য্যং তিথিযুক্ত ত্রিহতং ফলম্ ।

স্বল্পঃ সমোহধিকো জ্ঞেয় এক-দ্বি-ত্রয়-শেষকে ॥ ৭৩

তিন দ্বারা ভাগ করতঃ বাহা শেষ থাকিবে তাহা দ্বারা ফল বলিবে । যদ্বি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই সেই বিদেশী ব্যক্তি আগমন করিবে, যদি দুই থাকে, তাহা হইলে বহু বিলম্বে আসিবে, যদি তিন বা শূণ্য থাকে, তাহা হইলে মহাকষ্টে পড়িয়াছে বলিয়া জানিবে । এবং কোন দ্রব্য ও টাকা পয়সা না পাইলে আনিতে পারিবে না, এইরূপ গণনা পূর্বক স্থির করিয়া বলিয়া দিবে । ৭০—৭২

উদাহরণ ।

দেবীপ্রসন্ন প্রশ্ন করিল “আমার ভাগিনেয় হরিহর বিদেশ হইতে শীঘ্রই আসিবে কি ?” গণনা করিয়া দেখিলাম প্রশ্নকর্ত্তা দেবীপ্রসন্ন নামের সংখ্যা হইল ৫ ও দূরস্থ ব্যক্তি হরিহর নামের বর্ণ সংখ্যা ৪ উভয়ের যোগ  $৫ + ৪ = ৯$ ; ইহাকে ২ দ্বারা গুণ করিলে  $৯ \times ২ = ১৮$  হয় । তাহাতে ৭ যোগ দেওয়ায়  $১৮ + ৭ = ২৫$  হইল । ইহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে  $২৫ \div ৩ = ৮$  ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল । এখন এই অবশিষ্ট স্থাপিত অঙ্কে পুনরায় ৮ দ্বারা গুণ করিলে  $১ \times ৮ = ৮$  হইল, তাহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে  $৮ \div ৩ = ২$  ভাগফল, অবশিষ্ট ২ রহিল । সুতরাং সেই বিদেশী ব্যক্তি হরিহর এখন আসিবে না বহু বিলম্বে আছে বলিয়া প্রশ্নের ফল জানা গেল । ৭০—৭২

প্রশ্নকালীন নক্ষত্রের সংখ্যাকে তিন গুণ করিয়া তাহাতে প্রশ্নকালীন



### নষ্টপ্রাপ্তিচিন্তা ।

প্রশ্নাক্ষরৈস্তিথিগুণ্যা তৎকালঘটিকাম্বিতা ।

দ্বাভ্যাং ভক্তাত্ত্বেকশেষে প্রাপ্তিব্যাচ্যাহস্বরে নহি ॥ ৭৪

নষ্টদ্রব্যন্ত স্থিতিস্থানজ্ঞানম্ ।

বস্তুক্ষরগুণো যোগস্ত্রিযুক্তঃ পঞ্চহুতথা ।

একেন স্বগৃহে জ্ঞেয়ং দ্বিতীয়ে বহিরেব চ ॥ ৭৫

তিথির শুক্লাকৃষ্ণা হিসাবে সংখ্যা যোগ করিবে । পরে তাহাকে তিন দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে অল্প অর্থ, দুই থাকিলে নিতান্ত কম অর্থ নহে নিতান্ত অধিকও নহে অর্থাৎ মধ্যমকল, শূন্য থাকিলে অধিক অর্থের আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়া লইবে । ৭৩

প্রশ্নাক্ষরের সংখ্যা দ্বারা প্রশ্নকালীন তিথির সংখ্যাকে গুণ করিয়া তাহার সহিত প্রশ্নদণ্ড যত হইয়াছে তাহা যোগ দিবে । পরে তাহাকে দুই দ্বারা ভাগ করিয়া দেখিবে ভাগশেষ যদি এক থাকে, তাহা হইলে নষ্টদ্রব্য পাওয়া বাইবে, যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে পাওয়া বাইবে না বলিয়া স্থির করিবে । ৭৪

কৃত দ্রব্য কোথায় আছে ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে পর তখন জ্যোতিষী মহাশয় সেই প্রশ্নকারক ব্যক্তিকে কোন বস্তুর নাম করিতে বলিবেন । যে বস্তুর নাম গ্রহণ করিবেন সেই বস্তুর নামে যে কয়েকটি অক্ষর থাকিবে, তাহাদের অবর্ণ ও কবর্ণাদি হিসাবে সংখ্যা গ্রহণ করিয়া পরস্পর গুণ করিলে যে একটি বোগজঙ্ক হইবে, তাহাতে তিন যোগ করিয়া পাঁচ দ্বারা ভাগ করিবে । যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তু গৃহেই



তৃতীয়ে শয়নাগারে চতুর্থে স্থানসন্নিধৌ ।

পঞ্চমে চ বিনোদে চ হৃতং তেনৈব বুধ্যতাম্ ॥ ৭৬

দিগ্ভ্জ্ঞানম্ ।

পূর্ব্বাপরে চ দৃষ্টিশ্চেৎ পূর্ব্বস্তাং দ্রব্যমাদিশেৎ ।

দক্ষিণোত্তর দিশোশ্চেচ্ছুত্তরস্তাং ফলং বদেৎ ॥ ৭৭

আছে জানিবে । এবং ছই থাকিলে সেই বস্তু গৃহে নাই, স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে জানিবে । তিন থাকিলে শয়নাগারের মধ্যে আছে, চারি থাকিলে বাটীর নিকটেই কোন স্থানে আছে, পাঁচ থাকিলে আমোদ প্রমোদের স্থানে কোন আমোদকারী ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবে । ৭৫—৭৬

উদাহরণ ।

যথা—হৃত দ্রব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আসিলে প্রশ্নকর্ত্তাকে কোন পুস্তকের নাম করিতে বলায়, তিনি চাপা ফুলের নাম করিলেন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, বর্ণমালার মধ্যে বর্ণ \* হিসাবে ( কেন না প্রশ্ন গণনায়

\* বর্ণ হিসাব বলিলে অবর্ণ বলিতে অ হইতে ঔ পর্য্যন্ত ১৪ স্বর থাকায় ১ হইতে ১৪ সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে । যেমন “ঐ” বলিতে ৪ ইত্যাদি । আর কবর্ণ বলিলে ক হইতে ঙ পর্য্যন্ত ৫ ধরিতে হইবে ; তাহা হইলে ১—৫ সংখ্যার যে কোন সংখ্যা লইবে । এইরূপে চবর্ণ, টবর্ণ, তবর্ণ, পবর্ণ, যবর্ণ, শবর্ণ প্রত্যেক বর্ণসংখ্যা গ্রহণ কালে ১ হইতে ষতটী বর্ণ বর্ণে আছে, তত সংখ্যা গ্রহণ করিবে । সহজ বোধের জন্য বর্ণচক্র অঙ্কিত করিয়া শেষে প্রকারান্তর কথিত উদাহরণে দেওয়া হইয়াছে ।



অগ্নিবায়ুদিশোন্মধ্যে মধ্যে তয়োৰ্ব্বিনির্দ্দেশেৎ ।

রুদ্ররাক্ষসয়োন্মধ্যে মধ্যেশ্চাচ্চ বিশেষতঃ ॥ ৭৮

তোয়োন্তরে চ দৃষ্টৌ চেৎ স্থিতামুত্তরগাং বদেৎ ।

পূর্বোত্তরে বদেচ্চৈব পূর্ববস্তাঞ্চ বিচারণাম্ ॥ ৭৯

প্রত্যেক বর্ণের বিভাগ লওয়া হইয়াছে) “চ” এর সংখ্যা, চবর্ণের প্রথম বর্ণ বলিয়া ১, আ এর সংখ্যা স্বরবর্ণ হিসাবে ২, “প” এর সংখ্যা পবর্ণ হিসাবে ১, “আ” এর সংখ্যা ২, সুতরাং পরস্পর গুণ করিলে,  $১ \times ২ \times ১ \times ২ = ৪$  হইল, ইহাকে ৫ দ্বারা ভাগ করা যায় না বলিয়া ভাগফল শূন্য, ভাগ অবশিষ্ট ৪ই রহিল, সুতরাং বাটীখ নিকটেই স্থত বস্তু বহিয়াছে বলিয়া জানিবে । ৭৫—৭৬

যদি প্রেক্ষকর্তা পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে নষ্টদ্রব্য পূর্বদিকে আছে বলিয়া জানিবে । যদি প্রেক্ষকর্তা দক্ষিণদিকে ও উত্তরদিকে দৃষ্টি কবেন, তাহা হইলে ঐ নষ্টদ্রব্য উত্তরদিকে আছে স্থির করিয়া লইবে । যদি প্রেক্ষকর্তা অগ্নিকোণের ও বায়ুকোণের মধ্যে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে নষ্ট দ্রব্য ঐ অগ্নিকোণ ও বায়ুকোণের মধ্যস্থলে আছে বলিবে । প্রেক্ষকালে যদি ঈশানকোণে ও নৈঋত কোণের মধ্যে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে নষ্ট বস্তু ঐ ঈশান কোণ ও নৈঋত কোণের মধ্যে আছে বলিয়া জানিবে । যদি প্রেক্ষকর্তা পশ্চিম ও উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে নষ্টদ্রব্য উত্তরদিকে রহিয়াছে বলিবে । যদি প্রেক্ষকর্তা পূর্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রেক্ষ করেন, তাহা হইলে নষ্টবস্তু পূর্বদিকেই আছে বলিয়া নিরূপণ করিবে ৭৭—৭৯ ।



## মিথ্যা সত্য বার্তাজ্ঞানম্ ।

বারক্ষ'যোগযোগচ্চ তিথিল্লো দেবযুক্ত ত্রিহং ।

অর্ঘ্যভিস্ত্র ফলং ছিন্নং শেষাক্ষে ফলমাদিশেৎ ॥ ৮০

সৰ্পেকেন তথা মিথ্যা দ্বিশেষেহপি ত্রয়ো যদা ।

তদাদৌ সত্যতাং যাতি পশ্চান্মিথ্যা ভবেদন্তবঃ ॥ ৮১

মৈত্রৌচিত্তা ।

তিথিবাবক্ষ'যোগস্ত প্রভোৰ্নামহতস্ত্রিভিঃ ।

যুক্তঃস্তাদ্ ভাজিতো দ্বাভ্যামেকে মৈত্রৌদ্বিকে নহি ॥ ৮২

প্রমকালীন যে বার, অস্থিাদি নক্ষত্রের মধ্যে যে নক্ষত্র এবং বিষ্ণুস্তাদি যোগ এই সমুদায়ের সংখ্যাকে একত্র করিয়া তাহাকে তাৎকালিক- অর্থাৎ প্রমকালীন তিথির শুক্লাকৃষ্ণা হিসাবে সংখ্যা গ্রহণ করতঃ যত সংখ্যা হইবে তাহা দ্বারা গুণ করিবে । পরে তাহাতে ৩৩ যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে তিন দ্বারা বিভক্ত করিবে । এবং উক্ত ভাগ দ্বারা যে অঙ্ক লব্ধ হইয়াছে, পুনরায় তাহাকে আট দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারাই ফল নিরূপণ করিবে । যদি ৭।১২ ( সাত এক বা দুই ) অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেই সংবাদ বা জনরব মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করিবে । যদি তিন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেই সংবাদ প্রথম সত্য হইয়া পশ্চাৎ মিথ্যাক্রমে পরিণত হইবে বলিয়া দিবে । গণনাকারী জ্যোতিষী স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বলিয়া দিবেন যে, যখন ৪।৫.৬।০ বা ৮ থাকিলে কিছুই বল্য হয় নাই, তখন যদি ৪।৫ ৬.০ বা ৮ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রবাদ সত্য হইবে বলিয়া নিরূপণ করিবে । ৮০—৮১

প্রমকালীন তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগের সংখ্যা লইয়া সেই সমুদয়ের



জীবনমৃত্যুজ্ঞানম্ ।

উদয়াৎ ঘটিকা ত্রিঘ্না তিথিব্যবহারেণ সংযুতা ।

সূর্য্যোণ বিভজেদ্ধোমান্ বিভজেয়ং মৃত্যুজীবনম্ ॥ ৮৩

রাম ৩ বাণ ৫ রসৈঃ ৬ সিক্তি ৮

নন্দ ৯ রুদ্রৈশ্চ ১১ জীবনম্ ।

রূপা ১ ক্ষি ২ বেদ ৪ সপ্তা ৭ শা ১০

সূর্য্যোশ্চ ১২ মরণং মৃত্যুম্ ॥ ৮৪

বৃষ্টিপ্রশ্নঃ ।

তৎকালঘটিকা দ্বিঘ্না ত্রিহাতৈকেন সম্বন্ধম্ ।

দ্বাত্যাং কিঞ্চিদ্ বিলম্বেন গ্রামদূরেহতিবৃষ্টিকৃৎ ॥ ৮৫

সংখ্যাকে একত্র যোগ করতঃ যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে প্রভুর নামান্বয়ের সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে তিন যোগ করিবে । পরে তাহাকে পুনরায় দুই দ্বারা বিভাগ করিবে । যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে মিত্রতা হইবে, দুই বা শূন্য থাকিলে মিত্রতা হইবে না ইহাই প্রশ্নের ফল জানিবে । ৮২

সূর্য্যোদয় অবধি যত দণ্ড বেলায় প্রশ্ন হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করতঃ তাহাকে তিন দ্বারা গুণ করিবে । পরে তাহার সহিত প্রশ্নকালীন তিথি বার ও যোগের সংখ্যা যোগ করিয়া লইবে । তৎপরে ঐ অঙ্ককে ১২ বার দ্বারা বিভাগ করিয়া জীবন মরণ অবগত হইবে । যদি ৩।৫।৬।৮।১১।১২ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ফল শুভ অর্থাৎ বাঁচিবে । যদি ১।২।৪।৭।১০।০



মিলনং ভাবি ন বা ।

ঘটিকা ত্রিগুণা সৈকা সপ্ততিঃ সংযুতা পুনঃ ।

চতুর্ভির্ভাজিতা তত্র শেষাক্ষে ফলমাদিশেৎ ॥ ৮৬

একশেষে চ মিলনং দ্বিশেষে গমনান্তরে ।

ত্রিশেষে দর্শনাত্মকঃ সমুদ্রে (৪) ক্লেশকুন্তবেৎ ॥ ৮৭

বা ১২ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ফল অন্তত অর্থাৎ বাচিবে না বলিয়া নির্দিষ্ট করিবে । ৮৩—৮৪

বুটি হইবে কি ? একরূপ প্রণয় হইলে সেই প্রণয়কালে যত দণ্ড বেলা হইয়াছে, ঠিক করতঃ তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া তিন দ্বারা ভাগ করিবে । পরে দেখিবে যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র বুটি হইবে । যদি দুই অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে বুটি হইবে এবং গ্রাম হইতে দূরে অতি বুটি হইতেছে জানিবে । জ্যোতিষী এইস্থলেও নিজ বুদ্ধিবলে অনুভব করিয়া লইবেন যে যদি শূন্য বা তিন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে বুটি হইবে না বলিয়া নিরূপণ করিবে । ৮৫

প্রণয়কালে যত দণ্ড বেলা হইয়াছে, তাহাকে তিন গুণ করিয়া তাহাতে এক যোগ করিবে এবং উহার সহিত পুনর্ব্বার সাত যোগ করিবে । পরে ঐ অঙ্কে চারি দ্বারা ভাগ করিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাঁহা দ্বারা ফল বলিয়া দিবে । যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে মিলন হইবে । যদি দুই শেষ থাকে, তাহা হইলে পুনরায় আসিলে মিলন হইবে । যদি তিন শেষ থাকে, তাহা হইলে দেখা হইবে না । যদি শূন্য বা চারি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ক্লেশজনক অন্তর্ধান হইবে বলিয়া জানিবে । ৮৬—৮৭

প্রণয়কালীন তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ এই সমুদয়ের সংখ্যা একত্র



কুত্র কেন প্রকারেণ দর্শনম্ ।

তিথিবারক্ষাযোগানাং যোগো দ্বাভ্যাং হতন্ত্রিভিঃ ।

যুক্তো দ্বাদশভির্ভাজ্যঃ শেষেণ ফলমাদিশেৎ ॥ ৮৮

হাস্তযুক্তঃ স্থিতো ভূম্যাং স্তম্বাসনযুতো জনঃ ।

তন্দুলাধূপচারৈশ্চ একশেষে তদা ভবেৎ ॥ ৮৯

ব্যায়ামেন যুতঃ স্বামী স্বল্পমানবসংযুতঃ ।

উদ্বিগবর্ত্তা শ্রবণং দ্বিশেষে দর্শনং ফলম্ ॥ ৯০

কুপিতঃ আসনস্থোহপি তাড়নে বুদ্ধিসম্ভবঃ ।

পশ্চাৎ কার্য্যপ্রসঙ্গেন গমনঞ্চ ত্রিশেষকে ॥ ৯১

যোগ করিয়া দুই দ্বারা ভাগ করিয়া বাহা লব্ধ হইবে, তাহাতে তিন যোগ করিবে । পরে ঐ অঙ্কে বার (১২) দ্বারা বিভাগ করিয়া ভাগশেষ বাহা থাকিবে তাহা দ্বারা ফল বলিয়া দিবে । যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রভু ভূমির উপর দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন অথবা তিনি শুভ আসনে সমাসীন হইয়া এক এক বার ভূঁড়িতে হাত বুলাইতেছেন । আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ও অস্ত্রাস্ত্র উপচার ভোগ করিতেছেন । যদি দুই অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রভু অল্পসংখ্যক অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ব্যায়াম কার্য্যে নিযুক্ত আছেন । এ সময় উদ্বিগবর্ত্তক বর্ত্তা শ্রবণ হইবে । যদি তিন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে স্বামী নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও কুপিত আছেন এবং তাঁহার মনের ভাব এক্ষণ হইয়াছে যে, কাহাকে প্রহারও করিতে পারেন । পশ্চাৎ তিনি কার্য্য প্রসঙ্গে স্থানান্তরে গমন করিবেন । যদি চারি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে শয়ন করিয়া আছেন । এক্ষণে উখিত হইয়া হস্ত মুগ্ধ মৌত করিতেছেন । যদি



বেদশেষে চ সুপ্তঃ স্ত্রাং জলেন করশুদ্ধতা ।

পঞ্চশেষে সুপ্তঃ সন্ উথিতো ভোজনং ততঃ ॥ ৯২

স্ত্রীভোগং ব্যবহারঞ্চ সপ্তশেষে বিনির্দিশেৎ ।

অষ্টশেষে যদা দৃষ্টিধর্মকার্যেষু তৎপরঃ ॥ ৯৩

দশমে রাজসম্মানং রুদ্রে ভোজনমেব চ ।

দ্বাদশে দুঃখিতো জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীভোগং কর্তু মিচ্ছতি ॥ ৯৪

পাঁচ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে উত্তম ভাবে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত  
আছেন, পশ্চাৎ উঠিয়া ভোজন করিবেন। যদি সাত অবশিষ্ট থাকে,  
তাহা হইলে এক্ষণে স্ত্রীসম্ভোগ (স্ত্রীর নিকট উপবেশন করিয়া স্নখালাপ)  
করিতেছেন, পশ্চাৎ অন্তান্ত ব্যবহার করিবেন। যদি আট অবশিষ্ট  
থাকে, তাহা হইলে ধর্মকর্ম নিযুক্ত আছেন। যদি নয় অবশিষ্ট থাকে,  
তাহা হইলে ঐ সমস্ত ধর্মকর্ম করিতেছেন। যদি দশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা  
হইলে প্রভু রাজসম্মান ভোগ করিতেছেন। যদি এগার অবশিষ্ট থাকে,  
তাহা হইলে প্রভু ভোজন করিতেছেন। যদি শূন্য বা বার (১২) ভাগশেষ  
থাকে, তাহা হইলে প্রভু কিঞ্চৎ দুঃখিত হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, তিনি  
স্ত্রীসম্ভোগ (স্ত্রীর নিকট গমন) করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব যিনি  
ঐযখন প্রভুর সহিত বা অভিলষিত অন্ত কাহারও সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা  
করবেন, তখন প্রসঙ্গের ফল অনুসারে সেই সময় সেই স্থানে গেলে দেখা  
হইবে ইহা স্মৃতি অনুসারে স্থির করিয়া লইবেন। মনে করুন হুই অবশিষ্ট  
থাকার প্রভু সামান্ত অল্পচরবর্গের সহিত ব্যায়াম করিতেছেন অতএব সে  
সময় ব্যায়ামক্ষেত্রে গেলে দেখা হইবে ইত্যাদি। ৮৮—৯৪

প্রথম সময়ের তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগ এই সমুদয়ের সংখ্যাকে একত্র



কার্যাস্ত্র কালনির্ণয়ঃ ।

তিথিবারক্ষাযোগস্ত ত্রিঘ্নঃ ষড়্ভির্যুতস্তথা ।

অষ্টাভির্ভাজিতো ভাগঃ শেষাক্ষে ফলমাদিশেৎ ॥ ৯৫

একেন পক্ষো দ্বিতীয়েন মাসঃ ঋতুস্তিভিঃ শ্রাদয়নং চতুর্ভিঃ ।

দ্ব্যুরাত্রমিষা রসকৈশ্চ যামঃ সপ্তাষ্টকৈঃ স্যু যটিকাপলানি ॥ ৯৬

( ১ পক্ষ ২ মাস ৩ ঋতু ৪ অয়ন ৫ দিবারাত্রি ৬ যাম ৭ যটিকা ৮ পলানি । )

করিবে । পরে ঐ একত্রিত অঙ্কে তিন দিয়া গুণ করিয়া ছয় যোগ করিতে হইবে । শেষে ঐ সমষ্টি অঙ্কে আট দ্বাৰা বিভাগ করিয়া ভাগশেষ দ্বারা ফল নির্দেশ করিয়া দিবে । যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে এক পক্ষ পরে, দুই শেষ থাকিলে এক মাস পরে, তিন অবশিষ্ট থাকিলে দুই মাস পরে, চারি অবশিষ্ট থাকিলে ছয় মাস পরে, পাঁচ অবশিষ্ট থাকিলে এক দিন ( দিবা রাত্রি ) পরে, ছয় অবশেষ থাকিলে এক গ্রহর পরে, সাত অবশেষ থাকিলে এক যটিকা পরে, আট অবশিষ্ট থাকিলে, কএক পল পরে কার্য সম্পন্ন হইবে ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবে । ৯৫—৯৬ \*

\* পূৰ্ণ পূৰ্ণ প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে নাম, তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ, প্রশ্নকালীন দণ্ড, মাত্রা, বর্ণাঙ্ক, বর্ণাঙ্ক প্রভৃতি গ্রহণ করিবার নিয়ম ও দৃষ্টান্ত দিয়া সমস্ত বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, ৭৭ সংখ্যক শ্লোক হইতে ৯৬ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মনে হওয়ায় দেওয়া হইল না । বিশেষতঃ পূৰ্ণ উদাহরণ দৃষ্টে অক্রেপেই প্রশ্নোত্তর করিয়া লইতে পারা যাইবে ।



## প্রকারান্তরম্ ।

অথানুভূতামবধিং ত্রিমাং বক্ষ্যে সমাসতঃ ।

জায়তে কার্যকালোহত্র বিজ্ঞাতব্যঃ প্রমাণতঃ ॥ ৯৭

অঙ্কি ৪ পঞ্চ ৫ রসা ৬ সপ্ত ৭ নাগ ৮

নন্দ ৯ দিশঃ ১০ শিবঃ ১১ ।

অবর্গাষ্টকৈ লেখ্যা গণয়েচ্চক্রতঃ সুখাঃ ॥ ৯৮

প্রশ্নবর্ণাক্ষমাত্রাকং বর্গমাত্রাক্ষমাত্রকম্ ।

প্রশ্নবর্ণাক্ষমাত্রাকমেকীকৃত্যাকিভির্ভজ্যে ॥ ৯৯

## স্পষ্টমাহ ।

প্রশ্নবর্ণস্ত স্বরব্যঞ্জনভেদেন ঋগিধনিচক্রবৎ অবর্গাষ্টকৈবর্গ-  
চক্রতঃ অঙ্কং গৃহীত্বা পুনঃ প্রশ্নবর্ণস্ত স্বরব্যঞ্জনভেদেন যৎ তৎসংখ্যাং

অধুনা পূর্বোক্ত যে সমস্ত গণনার নিয়ম বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত নিয়মগুলিকে সংক্ষেপে এই স্থানে প্রকাশ করিতেছি । এই স্থলে অর্থাৎ প্রশ্নগণনা বিষয়ে প্রথমে কার্যকালে নিরূপণ করিবে এবং প্রমাণানুসারেই সমস্ত জানিতে হইবে । অঙ্কির সংখ্যা ৪, পঞ্চ ৫, রস ৬, সপ্ত ৭, নাগ ৮, নন্দ ৯, দিক্ ১০, শিব ১১ । একটা চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ এই অষ্টবর্গ করিবে । পরে প্রশ্নবর্ণের সংখ্যা ও প্রশ্নবর্ণের মাত্রার সংখ্যা ঐ চক্রানুসারে গণনা করিয়া লইবে । শেষে প্রশ্নবর্ণ ও প্রশ্নবর্ণের মাত্রাক এই সমুদয় অঙ্ককে একত্রিত করিয়া অঙ্কি অর্থাৎ ৪ দিয়া ভাগ করিবে । ৯৭—৯৯



গৃহীত্বা তদুভয়সংখ্যামেকীকৃত্য চতুর্ভির্হিরেৎ শেষেণ দিনপক্ষমাস-  
হায়নাদিকং জ্ঞাতব্যং । ( ক )

প্রণয়নের স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে এবং ঋণি ধনি চক্রের স্থায় অবর্ণাদি  
অষ্টবর্ণ চক্র হইতে অক্ষের সংখ্যা গ্রহণ করতঃ পুনরায় প্রণয়নের স্বর ও  
ব্যঞ্জনবর্ণের ভেদে যাহা হইবে, সেই সংখ্যা গ্রহণ করিয়া উভয় সংখ্যা একত্র  
যোগ করতঃ সেই সংখ্যাকে চারি দ্বারা ভাগ করিয়া শেষ অক্ষের দ্বারা দিন,  
পক্ষ, মাস, বর্ষ প্রভৃতি জানিবে । ( ক )

সহজবোধের নিমিত্ত অবর্ণাদি অষ্টবর্ণের চক্র দেওয়া গেল । যথা—

অবর্ণ (১)	অবর্ণ (১)	অবর্ণ (১)	কবর্ণ (২)	চবর্ণ (৩)
অ (১)	উ (৬)	এ (১১)	ক (১)	চ (১)
আ (২)	ঋ (৭)	ঐ (১২)	খ (২)	ছ (২)
ই (৩)	ঋ (৮)	ও (১৩)	গ (৩)	জ (৩)
ঈ (৪)	ূ (৯)	ঔ (১৪)	ঘ (৪)	ঝ (৪)
উ (৫)	ৃ (১০)	×	ঙ (৫)	ঞ (৫)
টবর্ণ (৪)	তবর্ণ (৫)	পবর্ণ (৬)	যবর্ণ (৭)	শবর্ণ (৮)
ট (১)	ত (১)	প (১)	য (১)	শ (১)
ঠ (২)	থ (২)	ফ (২)	র (২)	ষ (২)
ড (৩)	দ (৩)	ব (৩)	ল (৩)	স (৩)
ঢ (৪)	ধ (৪)	ভ (৪)	ব (৪)	হ (৪)
ণ (৫)	ন (৫)	ত (৫)	×	০



যথা—একশেষে দিনং প্রোক্তং দ্বিশেষে পক্ষ ঈরিতঃ ।

শেষত্রয়েণ মাসঃ স্তাৎ শূন্যশেষে তু হায়ণম্ ॥ ১০০

এবং যথা তথা বাচ্যা বিশেষন্ত বধেদুধঃ ।

যদা বিশেষো বস্তব্যস্তদৈবন্ত বিচারয়েৎ ॥ ১০১

দিনে দৃষ্টে চ যল্লকং মূলে যোজ্যং খবহিভিঃ (৩০) ।

বিভজেন্দিবসা বাচ্যা শেষতুল্যাত্র সুরিভিঃ ॥ ১০২

অবশিষ্ট অঙ্কের দ্বারা ফলাফল প্রকাশ করিতেছেন । যথা—পূর্বোক্ত নিয়মে গণনা করিয়া ভাগ করতঃ ভাগশেষ যদি এক থাকে, তাহা হইলে দিন অর্থাৎ একদিনে ফল পাওয়া যাইবে । যদি দুই অবশিষ্ট থাকে, তবে পক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিন ফললাভের কাল জানিবে । যদি শেষ অঙ্ক তিন থাকে, তাহা হইলে মাস অর্থাৎ ১ মাসে ফলোদয় হইবে । ৪ অর্থাৎ শূন্য শেষ থাকিলে হায়ণ (বৎসর) অর্থাৎ এক বর্ষ মধ্যে কার্য সিদ্ধি বা অসিদ্ধি যাহা হয় একটা হইবে বলিয়া জানিবে । ১০০

এইরূপ যাহার যেকূপ ফল হয়, সেইভাবেই সমস্ত বিচার করিয়া বলিবে । বিশেষ ফল বলিতে হইলে স্থির ভাবে বিচার করিয়া ভাব বলিবে এবং যখন বিশেষ ভাবে বিচার করিবার আবশ্যক বোধ করিবে, তখন কথিত নিয়মানুসারেই বিচার করিয়া বলিবে—যাহাতে ফলের অশ্রুতা না হয় । ১০১

পূর্বোক্ত নিয়মে গণনা করিয়া দিনাদি ফল বাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা মূল রাশির (প্রথম কথিত সংখ্যা) সহিত ভাগফল (বাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা) যোগ করিবে । পরে সমষ্টি যাহা হইবে, তাহাকে ৩০ দ্বারা ভাগ



লব্ধং মূলে পুনর্যোজ্যং ষষ্টিভির্বিভজ্যেত্ততঃ ।

শেষতুল্যাত্র ষটিকা জ্ঞেয়া সূরিবিচক্ষণৈঃ ॥ ১০৩

কবিলে ভাগশেষ ষত সংখ্যক অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তত দিনেই ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন । ১০২

উদাহরণ ।

যথা একজন প্রশ্ন করিল “আমি কত দিনে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব ?” তাহা হইলে দেখিতে হইবে প্রশ্নবর্ণের সংখ্যা কত ? এখন অবগাদি অষ্টবর্ণ চক্রে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ হিসাবে দেখিতেছি—আ ২+মৃ ৫+ই ৩+ক ১+অ ১+ত ১+অ ১+দ ৩+ই ৩+ন ৫+এ ১১+ঐ ১১+ই ৩+ব ৩+ই ৩+প ১+অ ১+দ ৩+হ ৪+অ ১+ই ৩+ত ১+এ ১১+উ ৫+দ ৩+ধ ৪+আ ২+র ২+অ ১+প ১+আ ২+ই ৩+ব ৩+অ ১=১০৮ হইল বর্ণসংখ্যা । কেবলমাত্র স্বর ও ব্যঞ্জন হিসাবে মাত্রার সংখ্যা আ+মৃ+ই+ক+অ+ত+অ+দ+ই+ন+এ+এ+ই+ব+ই+প+অ+দ+হ+অ+ই+ত+এ+উ+দ+ধ+আ+র+অ+প+আ+ই+ব+অ=৩৪ হইল । এখন প্রশ্নবর্ণের মাত্রার বর্ণসংখ্যা ১০৮ ও প্রশ্নবর্ণের মাত্রার সংখ্যা ৩৪ এই দুই সংখ্যাকে একত্র যোগ করিলে ১০৮+৩৪=১৪২ হইল । ইহাকে ৪ দ্বারা ভাগ করিলে ১৪২÷৪=৩৫ ভাগফল, অবশিষ্ট ২ রহিল ; সুতরাং পক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিন মধ্যে ফল হইবে বুঝা গেল । কিন্তু ইহা হইতেও সূক্ষ্ম ফল জানিতে হইলে পূর্বোক্ত মূল রাশি ১৪২ এবং তাহার সহিত লব্ধ ফল ৩৫ যোগ করিলে ১৪২+৩৫=১৭৭ হইল । ইহাকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে ১৭৭÷৩০=৫ ভাগফল,



শুক্রকৃষ্ণক্রমেণৈব গণয়েৎ গুরুশুক্লতঃ ।

পক্ষে শরেন্দুভি (১৫) ভাগং মাসে

দৃষ্টে সূর্যে (১২) ভজেৎ ॥ ১০৪

বর্ষে দৃষ্টে শতৈ (১০০) ভাগং শেষং পূর্বোক্তমেব চ ।

ইত্যাদি ক্রমতঃ শেষৈঃ ফলাদিকং স্ফুটং ভবেৎ ॥ ১০৫

অবশিষ্ট ২৭ রহিল । তাহা হইলে জানা গেল ২৭ দিন মধ্যে নিশ্চিতই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ১০২

পুনরায় দণ্ড হিসাবে জানিতে হইলেও পূর্বক্রমে ৩০ দ্বারা ভাগলক্ষ যে ফল হইয়াছে, সেই ফলাঙ্ক পূর্বোক্ত মূলরাশি ১৭৭ সঙ্গে যোগ করিবে, পরে তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিবে । শেষে ভাগ অবশিষ্ট বাহা থাকিবে, তত সংখ্যক ঘটিকা বা দণ্ড পরে ফল পাওয়া যাইবে । ১০৩

উদাহরণ ।

পূর্বোক্ত মূলরাশি ১৭৭, ভাগলক্ষ ফল ৫, সূত্রানু ১৭৭ + ৫ = ১৮২ । ইহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে  $১৮২ \div ৬০ = ৩$  ভাগফল, অবশিষ্ট ২ রহিল । তাহা হইলে ছই ঘটিকা পরে ফল পাওয়া যাইবে স্থির হইল । ১০৩

যেমন পূর্বে শুক্রপক্ষ পরে কৃষ্ণপক্ষ সেইমত প্রথম বৃহস্পতি শেষ শুক্র এই ভাবে গণনা করিয়া ফল বলিবে অর্থাৎ পূর্বোক্ত ক্রমে মূল রাশি ও ফল লইয়া ষথার্থ ফল বলিয়া দিবে । যদি পক্ষেই প্রথম ফল হয়, তবে মূল রাশিতে ফল যোগ করিয়া, ১৫ দ্বারা ভাগ করিবে । মাস যদি ফল হয়, তাহা হইলে ১২ দ্বারা ভাগ করিবে । বর্ষ যদি ফল লাভের কারণ হয়, তবে ১০০ দ্বারা ভাগ করিবে । এতদ্ভিন্ন অন্তরূপ হইলে কেবল ৩০ দ্বারা



তদা পূর্বোক্তপ্রম্নীয়মূলসংখ্যায়াং দিনবোধকসংখ্যকং সংযোজ্য  
ত্রিংশতা হরণেন শেষসংখ্যকতুল্যং দিনং বাচ্যং । যষ্টিভিঃ শেষেন  
ঘটিকা বাচ্যা । পক্ষবোধকসংখ্যকং সংযোজ্য দ্বাভ্যাং পক্ষো বাচ্যঃ ।  
পঞ্চদশভিস্তিথির্ববাচ্যা । মাসস্ত সংখ্যাং সংযোজ্য দ্বাদশভিস্মাসো-  
বাচ্যঃ । বর্ষস্ত শতৈর্বর্ষং বাচ্যং । ( খ )

ও ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে অভীষ্ট ফল লাভের সময় নির্দিষ্ট হইবে । এই  
প্রকারে ফল নিরূপণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে । ১০৪—১০৫

তাহা হইলে ( পূর্বোক্ত নিয়মে ফল জানিতে হইলে পূর্ব কথিত  
প্রশ্নের মূল সংখ্যাতে দিনবোধক সংখ্যা ( অর্থাৎ যতদিনে ফল হইবে বলিয়া  
পূর্বে পাওয়া গিয়াছিল তাহা যোগ করিয়া ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা  
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ততদিনে ফল লাভ বলিবে অর্থাৎ তাহা  
দিন ফল । যদি ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া ফল বলিতে হয়, তাহা হইলে  
ভাগশেষ অঙ্ক সংখ্যা যত থাকিবে, তাহা দ্বারা ঘটিকা বা দণ্ড ফল প্রাপ্তির  
কাল বলিয়া জানিবে । এবং পক্ষবোধক সংখ্যা অর্থাৎ ২ সংখ্যা যোগ  
করিয়া ২ অবশিষ্ট থাকিলে পক্ষই সেই স্থলে ফল লাভের কাল বলিয়া  
নির্দিষ্ট কবিবে । পঞ্চদশ অর্থাৎ ১৫ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ফল তিথিই  
হইবে । সেইরূপ মাসের সংখ্যা যোগ করিয়া ১২ দ্বারা ভাগ করিলে  
সেই ভাগশেষ অঙ্কের দ্বারা যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা মাসেরই সংখ্যা  
জানিবে অর্থাৎ তত সংখ্যক মাসে ফল লাভ হইবে । যদি বর্ষ বিষয়ক  
সংখ্যা যোগ করিয়া ফল বলা হয়, তাহা হইলে ১০০ বর্ষ সেই স্থানে বলিয়া  
দিবে অর্থাৎ ১০০ দ্বারা ভাগ করিয়া শেষ সংখ্যা দ্বারা তত বর্ষই ফল  
লাভের কাল নির্দিষ্ট হইল বলিয়া জানিবে । ( খ )



### কার্যাস্ত সিদ্ধাসিদ্ধিবিষয়ে ফলানি ।

লকঃ মূলে পুনর্যোজ্যং ভজেচ্চ সপ্ততিবুধঃ ।

শেষতুল্যা কার্যাসিদ্ধির্বিভজেয়া বাত্র নিশ্চয়ম্ ॥ ১০৬

দিনভাগপকশেষলক্ষমূলযোজিতসপ্তহত-শেষপাপাপাপগ্রহবশাৎ  
সিদ্ধিরসিদ্ধিজ্ঞাতব্য। ( গ )

পূর্বোক্ত নিয়মে প্রাশ্ন গণনা করিতে হইলে প্রাশ্ন বর্গ হিসাবে মূল রাশি স্থির করতঃ ভাগলক্ষ ফল মূল রাশিতে যোগ করিয়া সাত দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক দ্বারা ১ রবি, ২ চন্দ্র, ৩ মঙ্গল, ৪ বুধ, ৫ বৃহস্পতি, ৬ শুক্র, ৭ শনি এই হিসাবে পাপগ্রহ ও শুভগ্রহবশতঃ কার্যাসিদ্ধি কিম্বা অসিদ্ধি হইবে তাহা বলিয়া দিবে ইহাতে নিশ্চয়ই ফল স্থির হইবে ।  
১০৬

দিন ফলবোধক ভাগশেষ ও লক্ষ ফল এই দুইটি অঙ্কের মধ্যে মূল রাশিতে ফল সংখ্যা যোগ করিয়া সাত দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগশেষ যাহা থাকিবে, তাহা দ্বারা পাপগ্রহ ও শুভগ্রহ বশতঃ কার্য সিদ্ধ বা কার্য বিফল বলিয়া দিতে পারিবে । ( গ )

উদাহরণ ।

যথা—পূর্বোক্ত প্রাশ্নে ৬০ দ্বারা ভাগ করায় অঙ্কে মূল রাশি ১৮২২ সহিত ফল ৩ যোগ দিলে ১৮৫ হইল ইহাকে ৭ দ্বারা ভাগ করিলে ১৮২ ÷ ৭ = ২৬ ভাগফল ও অবশিষ্ট ০ বা সাত থাকে, তাহা হইলে ৭ সংখ্যা শনি পাপগ্রহ স্তূতরাং ফল কার্য সিদ্ধ হইবে না জানিতে পারিবে । ( গ )



শ্রীতঃ কালশ্চ বিজ্ঞানং ময়া সম্যক্ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

সাম্যেক্ষিতায় শিষ্যায় দেয়ং বৎসরবাসিনে ॥ ১০৭

রতেন পাল্যতে বাক্যং তেন সত্যং প্রবৰ্ত্ততে ।

দানং শাস্ত্রশ্রোত্রোহতো বচনে শাস্তিরন্ত মে ॥ ১০৮

ইত্যষ্টোত্তরশত শ্লোকপূর্ণঃ লঘু প্রশ্নসার সংগ্রহঃ সমাপ্তঃ ।

শিবমন্তু ।

এইরূপে আমি শ্রীহর্যাদেবের অনুগ্রহে সম্যক্ প্রকারে সময়ের নিরূপণ কবিয়া দিলাম । বিশেষ বিজ্ঞ এবং নিষ্ঠাবান সাম্যভাবাপন্ন ও পরীক্ষিত জ্যোতিবশাস্ত্রপারগামী ছাত্রকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিবে । যেহেতু তাদৃশ গুরুকার্য্যে বত শিক্ষিত শিষ্য কখনও গুরুর আজ্ঞা বার্থ কনিবে না —সততই পালন কবিবে ইহা নিশ্চিতই সত্য । এই বিষয়ে বিশেষ আর কি বলিব । শাস্ত্রের উপদেশ দানই সৰ্ব্বদানের শ্রেষ্ঠ । অতএব আমি শাস্ত্রোপদেশ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলাম । এখন শ্রীহর্যাদেবের অনুগ্রহে আমার এই গ্রন্থরচন কার্য্যে শান্তি হউক । ১০৭—১০৮

অষ্টোত্তরশত শ্লোকপূর্ণ লঘু প্রশ্নসার সংগ্রহের উদাহরণ ও

যুক্তির সহিত বিশদরূপে অনুবাদ সমাপ্ত হইল ।

শিবমন্তু ।















